প্রতিবেদন

পরিচালক মন্ডলীর প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,
আস্‌সালামু আলাইকুম।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং পরিচালকমণ্ডলীর ও নিরীক্ষকবৃন্দের প্রতিবেদনসহ ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী উপস্থাপন করছি, যেখানে ব্যাংকের সাফল্য, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং বিশ্ব অর্থনীতির বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয়সহ বাংলাদেশের অর্থনীতির সাফল্যের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতি

বিশ্বব্যাপী উৎপাদন খাত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিখাতসহ অন্যান্য খাতে ২০১৮ সালে কঠিন সময়ের পরে ২০১৯ সালেও সত্যিই অনেক খারাপ সময় পার করেছে, যদিও বিশ্ব অর্থনীতির আগামী বছরের বিভিন্ন জরীপ আমাদের বিস্ময়করভাবে আশাবাদী করে তুলেছে।

প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সংস্থা আশা করছে যে, খারাপ সময় পার হয়েছে এবং এখন প্রবৃদ্ধি পুনঃত্বরান্বিত হবার সময়; আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী চলতি বছরে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হবে যথাক্রমে ৩.৪ এবং ২.৭ শতাংশ। আশাবাদের সব থেকে বড় কারণ হল বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো গৃহীত অর্থ সরবরাহের জন্য সাধারণত উদার নীতি গ্রহণ করেছিল যা ২০১৯ সালের বাণিজ্য যুদ্ধ এবং পড়ন্ত বিনিয়োগের কিছুটা ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল এবং ২০২০ সালে সামান্য পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

তবে এই প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশা দুটো ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য এক ধরণের দুর্বল ভিত্তির উপর নির্ভর করে: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আর্জেন্টিনা ও তুরস্কের মতো উদীয়মান বাজারগুলোর সাফল্যজনক প্রত্যাবর্তন এবং বাণিজ্য যুদ্ধের মতন চমক, বিস্ফোরিত ঋণের বাজার ইত্যাদি।

এটি এখনও ব্যবসায়ের উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলছে, চলমান ব্রেক্সিট কাহিনী, চীনের অর্থনৈতিক রূপান্তর, বাজারের তীব্র সংশোধন নিয়ে উদ্বেগ, দুর্বল কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ঐতিহাসিকভাবে ঋণের বিশাল স্তূপ, স্বাভাবিক ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকির মধ্যেও সবথেকে ভাল প্রক্ষেপণ, আসন্ন বছরে বৈশ্বিক অর্থনীতির ক্ষতি করতে পারে বা তা দুর্বল করে ফেলতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাঃ

বিশ্বব্যাংকের মতে, লাতিন আমেরিকান এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ২০১৯ সালে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে, বড় অর্থনীতির দেশগুলোর নীতিগত অবস্থান, বৈশ্বিক বাণিজ্যে ধীরগতি বৃদ্ধি পাওয়া এবং বেশ কয়েকটি দেশে সামাজিক অস্থিরতা বজায় ছিল। ব্রাজিলের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বিনিয়োগের অবস্থার উন্নতি ঘটাচ্ছে, মেক্সিকো সরকারের নীতিগত অনিশ্চয়তা হ্রাস পাচ্ছে এবং বাজারের প্রকট তারতম্যের পরেও আর্জেন্টিনায় মন্দা হ্রাস পাচ্ছে, সেজন্য ২০২০ সালে আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধি বেড়ে দাঁড়াবে ১.৮ শতাংশ এবং ২০২১ সালে প্রায় ২.৪ শতাংশ। যদিও এই উন্নয়ন স্বল্প উন্নত অর্থনীতির দেশের মাথাপিছু আয়ের সাথে উন্নত অর্থনীতির দেশের মাথাপিছু আয়ের সাথে তুলনায় যথেষ্ট হবে না। তদুপরি, আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি বাজারের অস্থিরতা এবং দুর্বল আর্থিক পরিস্থিতিতে প্রতিকূল বাজার পরিস্থিতিসহ অনেক নেতিবাচক ঝুঁকির সাথে জড়িত। সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি; প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিরূপ আবহাওয়া থেকে বিপত্তি আর্জেন্টিনা, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্দাকে প্রভাবিত করেছে।

ইউরোজোনঃ

বিশ্বব্যাংকের মতে, ইউরো অঞ্চলে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এশিয়া থেকে ক্রমবর্ধমান চাহিদা হ্রাস এবং গাড়ি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার সাথে জার্মানির শিল্প খাতে দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে গত বছরের এক পর্যায়ে বেশ কয়েকটি দেশ অর্থনীতি মন্দার পথে ছিল। ব্রেক্সিট সম্পর্কিত অনিশ্চয়তাও প্রবৃদ্ধি কমার কারণ ছিল।

শিল্প উৎপাদনে দুর্বলতার কারণে পূর্বের প্রক্ষেপণ থেকে ০.৪ শতাংশ কম হয়ে ২০২০ সালে প্রবৃদ্ধি ধীরগতিতে ১ শতাংশ হবার প্রত্যাশা করা হয়েছে। ২০২১-২২ সালে প্রবৃদ্ধি গড়পড়তাভাবে গড়ে ১.৩ শতাংশে ফিরে আসার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সমর্থন নীতি অর্জিত হবে বলে ধরে নেয়া হয়েছে, ব্রেক্সিট সমাধানের প্রক্রিয়ায় রয়েছে, এবং বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাব কমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এশিয়াঃ

বিশ্বব্যাংকের মতে, প্রধান অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশগুলোতে, কার্যকলাপ পূর্বের প্রত্যাশার চেয়ে আরও স্পষ্টভাবে ধীর হয়ে গেছে। অত্যন্ত দুর্বল উৎপাদন কার্যক্রম উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর প্রবৃদ্ধিকে হ্রাস করেছে, এবং বাণিজ্য উত্তেজনার সাথে জড়িত নীতি অনিশ্চয়তাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করেছে। মুদ্রানীতিতে বারবার সুদের হার বাড়ানোর কারণে এশিয়ার বড় অর্থনীতির দেশের মুদ্রার বিপরীতে শক্তিশালী হয়েছে মার্কিন ডলার। এর প্রভাবে অন্য দেশগুলোর অর্থনীতিতে একটা বড় চাপ পড়েছে। ফলে দেশগুলোর জন্য ঋণ আরও কঠিন ও ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। এশিয়ার বেশির ভাগ দেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার হলো চীন। তাই যদি চীনের মুদ্রার মান কমে, তাহলে তা এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মুদ্রার ওপর চাপ ফেলে। এতে ওই সব দেশের পণ্য চীনা পণ্যের চেয়ে দামি হয়ে পড়ে, আর এটাই সবচেয়ে বড় ঝুঁকির বিষয়।

দক্ষিণ এশিয়াঃ

বিশ্বব্যাংকের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধি উল্লেখ করা হচ্ছে যে ২০১৯ সালে হ্রাস পেয়েছে ৪.৯ শতাংশ, যা প্রত্যাশার চেয়েও অনেক কম এবং বৈদেশিক চাহিদা দুর্বল হয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। ভারতে অপ্রতুল ঋণের প্রাপ্যতা এবং সেইসাথে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত ভোগ সীমাবদ্ধ ছিল।

আঞ্চলিক বৃদ্ধি ধীরে ধীরে বাড়তে পারে বলে আশা করা হচ্ছে, ২০২২ সালে আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশে উঠে আসবে বলে প্রক্ষেপণ করছে বিশ্বব্যাংক। ২০২০ সালে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের ওপরে থাকার পূর্বাভাস করা হয়েছে, ২০২০ সালের মধ্যে পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধি ৩ শতাংশ বা তারও কম হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে কারণ সামষ্টিক স্থিতিশীলকরণের প্রচেষ্টা ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভরশীল। আর্থিক খাতের সমস্যা সহনীয় সময়ে ভারতে প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২০১৯/২০ এ হ্রাস পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হচ্ছে। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের প্রবাহ এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য অর্থের সংস্থানে ব্যবস্থা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের মতো দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা এই অঞ্চলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে। বিশ্বব্যাংকের প্রক্ষেপণের মূল ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে প্রধান অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশগুলোতে প্রত্যাশিত মাত্রার তুলনায় তীব্র মন্দা, আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং আর্থিক ও কর্পোরেট খাতে আর্থিক বিবরণীর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশের অর্থনীতির চালচিত্র

বাংলাদেশ নবনির্বাচিত সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনবে বলে এক নব প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে ২০১৯ শুরু হয়েছিল। যদিও অর্থনীতি উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি বজায় রয়েছে, তবুও বেশ কয়েকটি সমালোচনামূলক ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অসম্পূর্ণ রয়েছে। বহু পুরাতন দুর্ভোগ অর্থনীতিতে বাধা সৃষ্টি করে আছে যেমন দুর্বল রাজস্ব আয় ও ভঙ্গুর ব্যাংকিং খাত ইত্যাদি ।

উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য বৈদেশিক রেমিট্যান্স আয় আশীর্বাদ স্বরূপ। এটি বাংলাদেশের নিম্নতম চলতি অ্যাকাউন্টের ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। তবে রপ্তানি ও আমদানি গত বছরের জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত রপ্তানি বৃদ্ধি নেতিবাচক ধারায় রয়েছে।

পোশাক খাত - বাংলাদেশের রপ্তানির মূল চালক, যার রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে মোট রপ্তানি সামগ্রিকভাবে কমেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য যুদ্ধের মধ্যে, বাংলাদেশের পোশাক খাত যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগটি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। মূলত কাঁচামাল সরবরাহের সার্বিক ক্ষমতা এবং পণ্যের বৈচিত্র্যের অভাবে পোশাক রপ্তানিতে পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। ভারত এবং ভিয়েতনামের মতো প্রতিযোগী দেশগুলো মুদ্রার অবমূল্যায়নও বাংলাদেশের দুর্বল রপ্তানির জন্য ভূমিকা পালন করেছে।

তবে আমদানি নির্ভর দেশ হিসাবে বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা মার্কিন ডলারের তুলনায় বাংলাদেশি টাকার অবমূল্যায়ন সম্পর্কে সতর্ক হন কারণ এতে করে আমদানি খুব ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। ২০১৯ সালে আমদানি হ্রাস পেয়েছে এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি নেতিবাচক ছিল, যা কম বিনিয়োগের ইঙ্গিত প্রদান করে। গত কয়েক বছর ধরে জিডিপির প্রায় ২৩ শতাংশের কাছাকাছি ছিল বেসরকারী বিনিয়োগ । ফলস্বরূপ, নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে সীমাবদ্ধতা এবং যুব বেকারত্বের হার ১০.৬০ শতাংশে পৌঁছেছে। উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও বৈষম্য হ্রাস করতে ব্যর্থ হয়েছে, বিপরীতে ভোগ এবং সম্পদের বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন কর-জিডিপি অনুপাত; ৯.২ শতাংশ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) জন্য নির্ধারিত সংস্থানসমূহের উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এনবিআর এর কর আহরণের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি, মানবসম্পদ বিকাশ এবং সর্বোপরি উচ্চতর রাজস্ব আহরণের প্রয়াসের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন এবং স্বচ্ছতা গুরূত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের কর ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ ও প্রগতিশীলতার পরিবর্তে পরোক্ষ করের দিকে সরে গেছে।

সীমিত অর্থ সংস্থানের কারণে, সরকার উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নের জন্য ব্যাংক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। পদ্মা বহুমুখী সেতু, দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা, এলএনজি টার্মিনাল, বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং গভীর সমুদ্র বন্দরসহ বেশ কয়েকটি মেগা অবকাঠামো প্রকল্প চলছে।

ব্যয়বহুল এইসব প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়ায় ব্যয় ব্যাপকহারে বেড়েছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর এর মধ্যে সরকার পরিকল্পিত অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ঋণের লক্ষমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে। সুতরাং, ব্যয় ব্যবস্থা পরিচালনা এবং অব্যাহত উন্নয়নমূলক উদ্যোগে সরকার বড় ধরণের আর্থিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে।

বাংলাদেশের ২০২০ এর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ২০১৯ সালে এর কর্মক্ষমতা এবং সরকার যে নীতিগুলি অনুসরণ করে তা দ্বারা নির্ধারিত হবে। গত বছর দুর্নীতির বিরূদ্ধে একটি স্বল্পমেয়াদী অভিযান নাগরিকদের জন্য একটি আশার আলো তৈরি করেছিল। দুর্নীতির বিরূদ্ধে এই জাতীয় ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে এবং উৎসাহিত করতে হবে। এখন অবধি, নীতিনির্ধারকরা মূলত অর্থনীতির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের বিরোধিতা করেছেন।

যা উপেক্ষা করা হয়েছে এবং অস্বীকার করা হয়েছে তা হল বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির কাহিনী দেশটিকে টেকসই উন্নয়নের দিকে কতটুকু নিয়ে যেতে পারে। ২০১৯ সালে অর্থনীতির ফাটলগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এগুলো সমাধান করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বছর বাংলাদেশ দেশটির প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের শতবর্ষ উদযাপন করবে। ন্যায়বিচার ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণের মধ্য দিয়ে তাঁকে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা জানানো যেতে পারে।

ব্যাংকিং খাত

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ২০১৮ সালের ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় গত বছরের ডিসেম্বরে আমানতের প্রবৃদ্ধি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২.৫৭ শতাংশ। এই সময়ে আমানতের গড় সুদের হার ৯ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে ছিল। আমানত বৃদ্ধির ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তরল প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, ডিসেম্বরে অতিরিক্ত তারল্য এক লাখ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থনীতির জন্য সর্বাধিক গুরূত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হল ব্যাংকিং খাতকে শক্তিশালী করা। বর্তমানে ব্যাংকগুলো তারল্য সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছে। খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির ফলে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর শেষে মোট বকেয়া খেলাপি ঋণের হার ১১.৯৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

- **খেলাপি ঋণে রেকর্ড:** বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর শেষে ব্যাংক খাতে বিতরণ করা ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯ লাখ ৬৯ হাজার ৮৮২ কোটি টাকা। এর মধ্যে অবলোপন বাদে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ লাখ ১৬ হাজার ২৮৮ কোটি টাকা। যা মোট ঋণের ১১.৯৯ শতাংশ। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর শেষে খেলাপি ঋণ ছিল ৯৩ হাজার ৯৯১ কোটি টাকা।
- **বছর জুড়ে তারল্য সংকট:** তারল্য সংকটের কারণে ধারাবাহিকভাবে কমছে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ। অন্যদিকে বাজেট ঘাটতি মেটাতে ব্যাংক থেকে প্রচুর ঋণ নিচ্ছে সরকার। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালের কোনো মাসেই মুদ্রানীতি ঘোষীত বেসরকারি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি। চলতি (২০১৯-২০) অর্থবছরের ঘোষিত ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ধরা হয়েছে ১৪.৮ শতাংশ। অন্যদিকে মাত্র ৫ মাসেই নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সমপরিমাণ ব্যাংক ঋণ নিয়ে ফেলেছে সরকার।
- **উচ্চ সুদহারে বিনিয়োগ ব্যাহত:** ব্যাংক ঋণের সুদ সিঙ্গেল ডিজিটে না আনতে পারায় সামগ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ঋণের চড়া সুদে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সীমাহীন। সিঙ্গেল ডিজিট কার্যকর না হওয়ায় বিদেশি বিনিয়োগ আসছে না।

- **কমেছে বেসরকারি ঋণ:** ধারাবাহিকভাবে কমেছে বেসরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধি। চলতি অর্থবছরের অক্টোবরে ঋণ প্রবৃদ্ধির হার ১০.০৪ শতাংশ। আগের মাস সেপ্টেম্বরে যা ছিল ১০.৬৬ শতাংশ। ঘোষিত মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ধরা হয়েছে ১৪.৮ শতাংশ। ফলে বেসরকারি খাতে ঋণ কমে যাওয়ার কারণে থমকে যাচ্ছে উৎপাদন।
- **রেমিট্যান্সে প্রণোদনার সুফল:** অর্থনীতির অন্যান্য সূচক নেতিবাচক হলেও সুবাতাস বয়েছে প্রবাসী আয়ে। রেমিট্যান্সে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদান এবং টাকার বিপরীতে ডলারের মূল্য বৃদ্ধিতে বৈধ পথে বেড়েছে রেমিট্যান্সের প্রবাহ।

বিগত এক দশকের অর্থনৈতিক প্রবাহ

বাংলাদেশের জন্য অবশ্য এই দশকটি ভালো ছিল। অর্থনীতি এগিয়েছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির আলোচনায় স্থান করে নিয়েছে। আবার ভালোর বিপরীতে মন্দও কম ছিল না। সময়টা ছিল বড় প্রকল্পের। সরকারের আগ্রহ ছিল বড় প্রকল্পের দিকেই বেশি। আবার দশকটিকে বিনিয়োগ স্থবিরতার বছরও বলা যায়। বিশেষ করে বেসরকারি বিনিয়োগের দিক থেকে। দেখা যাক কী কী ছিল শেষ বছর, শেষ দশকটিতে। ২০১০-১১ অর্থবছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ। আর সর্বশেষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি বেড়ে হয়েছে ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ। এর মাঝে কখনোই জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের নিচে নেমে যায়নি। সব মিলিয়ে শেষ হওয়া এই দশকের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ। বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি রেকর্ড। এমনকি বিশ্বের কম দেশেই এই হারে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছে। দেশের প্রবৃদ্ধি দীর্ঘদিন ৫ শতাংশের মধ্যে আটকে ছিল। বিদায়ী দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তা আটকে ছিল ৬ শতাংশের মধ্যে। সেখান থেকে গেল ৭ শতাংশে। আর শেষ বছরে এসে তা হয়েছে ৮ শতাংশের বেশি।

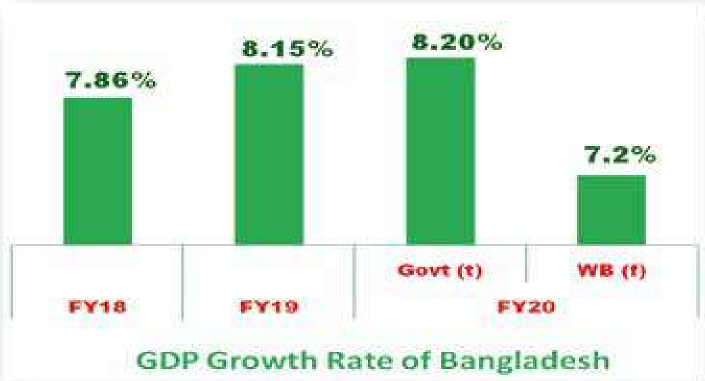

প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মাথাপিছু আয়ও বেড়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল ৮২৫ ডলার। আর এখন সেই মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৯০৯ ডলার। মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১০৬ শতাংশ। অবশ্য আয় বাড়লেও খারাপ খবর হচ্ছে, আয়ের বৈষম্যে বেড়েছে।

দরিদ্র দেশ হিসেবেও বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের একটি পরিচয় আছে। কেননা, এখনো বিশ্বের যে কয়টা দেশে সবচেয়ে দরিদ্র মানুষ বাস করে, তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি। বিশ্বের মোট দরিদ্র জনসংখ্যার ৩ দশমিক ৩২ শতাংশ মানুষ বাস করে এই বাংলাদেশেই।
তবে দারিদ্র্য পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে গত কয়েক দশকে। এর মধ্যে গত দশকটি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার পরপর ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত সাড়ে ৮২ শতাংশ মানুষ। ১৯৯১ সালে এই হার ছিল ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশ। আর ২০১০ সালে এই হার কমে দাঁড়ায় ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ।

সর্বশেষ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ হয়েছে ২০১৬ সালে। ওই জরিপ অনুযায়ী দারিদ্র্য হার আরও কমে হয়েছে ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) বলছে, ২০১৮ সালের জুন মাস শেষে এই হার কমে হয়েছে ২১ দশমিক ৮ শতাংশ।

২০১৯ সালে বৈশ্বিক নানামাত্রিক সূচকে বাংলাদেশ

ভালো-মন্দের মধ্য দিয়েই ২০১৯ সাল পার করল বাংলাদেশ। সারা বছর ধরেই নানা আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্ন সূচক প্রকাশ করে থাকে। ওই সব সূচকে বাংলাদেশ আগের চেয়ে কয়েকটিতে ভালো করেছে, কয়েকটি সূচকে খারাপ করেছে। সার্বিকভাবে এসব সূচক দিয়ে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। বিদেশিদের কাছে দেশের ভাবমূর্তি ঠিক হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য, মানব উন্নয়ন, মানব পুঁজি, সুখ, ক্ষুধা, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বেশির ভাগ সূচকেই বাংলাদেশ প্রথম ১০০টি দেশের মধ্যে নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান মাঝারি বা তলানির দিকে।

আশঙ্কার বিষয় হলো কিছু সূচকে এত দিন ইতিবাচক ধারায় থাকলেও এখন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। যেমন রপ্তানি খাতে গত এক দশকে বেশ ভালো করলেও চলতি অর্থবছরে তা নেতিবাচক ধারায় গেছে। সুশাসনের সূচকগুলোতে বাংলাদেশের অবস্থান মোটেও সন্তোষজনক নয়। সার্বিকভাবে জীবনমান উন্নত করতে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল (ইউএনডিপি) মানব উন্নয়ন সূচক সূচকে ১৮৯ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৬তম। এক বছরের ব্যবধানে এক ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। এরপরও বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান মাঝারি। ইউএনডিপির লিঙ্গবৈষম্য সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান তেমন সুবিধার নয়। ১৬০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৩৪তম।

বিশ্বব্যাংকের মানব পুঁজি সূচক দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উৎপাদনশীলতার মান ঠিক করা হয়। দশমিক ৪৮ পয়েন্ট পেয়ে ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ আছে ১০৬তম। এর অর্থ, আজ যে শিশুটি বাংলাদেশে জন্ম নিচ্ছে, বড় হয়ে তার সম্ভাবনার ৪৮ শতাংশ উৎপাদনশীল হবে।

বিশ্বব্যাংকের ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ করার সূচকে এবার বাংলাদেশ আট ধাপ এগিয়েছে। এবার ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৮তম। গতবারের অবস্থান ছিল ১৭৬তম। বাংলাদেশ এখনো তালিকার তলানির দেশগুলোর একটি।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডবিউইএফ) বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচকে দুই ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ। ১৪১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৫তম। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লজিস্টিক পারফরম্যান্স সূচক প্রকাশ করে বিশ্বব্যাংক। ১৬০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০০তম।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নানা ধরনের কর্মসূচি নিচ্ছে সরকার। কিন্তু বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান এখনো বেশ খারাপ। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের আইসিটি উন্নয়ন সূচকে ১৪৭তম। একই সংস্থার গ্লোবাল সাইবার নিরাপত্তা সূচকে ১৭৫টি দেশের মধ্যে ৭৮তম।

জাতিসংঘের আরেক সংস্থা আঙ্কটাড প্রকাশ করে ই-কমার্স সূচক। ১৫১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ আছে মাঝারি অবস্থানে, ৮৮তম। জাতিসংঘের আরেকটি সংস্থা অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগের (ইউএনডিএসএ) ই-গভর্নমেন্ট উন্নয়ন সূচকে প্রথম ১০০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ নেই। ১৯৩ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১১৫তম।

সুখ সূচক যেমন আছে, তেমনি ক্ষুধা সূচকও আছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইডের বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে (হাঙ্গার ইনডেক্স) বাংলাদেশ খারাপ দেশের একটি, ১১৯ দেশের মধ্যে অবস্থান ৮৬তম।

আবার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সুখ বাড়ে কি না এর জন্য সুখ সূচক প্রকাশ করে জাতিসংঘের সংস্থা টেকসই উন্নয়ন সলিউশন নেটওয়ার্ক। সেখানে বাংলাদেশ তলানির দেশগুলোর একটি। ১৫৬টি দেশের মধ্যে ১২৫তম। শান্তি সূচকেও ভালো নেই বাংলাদেশ। ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস্ অ্যান্ড পিস প্রকাশিত বিশ্ব শান্তি সূচকে ১৬৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ হলো ১০১তম।
প্রগতির পথে হাঁটতে হলে নতুন নতুন উদ্ভাবন লাগবে। ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি সংস্থা বিশ্ব উদ্ভাবন সূচক প্রকাশ করে থাকে। সেখানে বাংলাদেশ ১২৯টি দেশের মধ্যে ১১৬তম।এবার আসি দুর্নীতি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কেমন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশিত বিশ্ব সূচকে বাংলাদেশ এখন ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪৯তম। গত কয়েক বছরে এই সূচকে কিছুটা উন্নতি হলেও একসময় বাংলাদেশ একটানা পাঁচ বছর ছিল শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ।

অন্যদিকে ট্রেস ইন্টারন্যাশনাল নামের আরেকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রকাশ করে বিশ্ব ঘুষ সূচক। এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান বেশ খারাপ, ২০০ দেশের মধ্যে ১৮২তম।

ফোর্বস ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টেক্সটাইল খাতে ক্রমবর্ধমান বিদেশি বিনিয়োগ, স্বল্প মজুরির শ্রমিক, তৈরি পোশাক খাত ও পাদুকাশিল্পের হাত ধরে ২০২০ সালে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ হবে। পাশাপাশি, গড় নব্য ধনকুবের প্রবৃদ্ধিতে যেমন বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন ছিল তেমন গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারে ছিল সবার উপরে।

ইসলামী ব্যাংকিং খাতের চিত্রঃ

বর্তমানে দেশে মোট ৫৯টি তফসিল ব্যাংক কার্যক্রমে আছে। এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক রয়েছে আটটি। আর ১৭টি ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডো রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, সারাদেশে সব ব্যাংক মিলে শাখা রয়েছে ১০ হাজার ৪০৬টি। এর মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা আছে এক হাজার ৩০১টি। গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এসব শাখার মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে দুই লাখ ৬২ হাজার ১১০ কোটি টাকা। ব্যাংক খাতের মোট ১০ লাখ ৯৩ হাজার ২৪০ কোটি টাকা আমানতের যা ২৩ দশমিক ৯৮ শতাংশ। আর ইসলামী ব্যাংকিং শাখার ঋণ রয়েছে দুই লাখ ৫০ হাজার ৩২৩ কোটি টাকা। ব্যাংক খাতের ১০ লাখ ১৭ হাজার ৮২৬ কোটি টাকা ঋণের যা ২৪ দশমিক ৫৯ শতাংশ। দেশে যে রেমিট্যান্স আসে তার ৩০ শতাংশের বেশি আসে এসব ব্যাংকের মাধ্যমে। যেখানে কর্মরত জনবল ৩৬ হাজার ৩৩৭ জন।

২০১৯ সালের কার্যক্রম

২০১৯ সালে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক মূল ব্যাংকিং ব্যবসায়ে গুরুত্ব আরোপ করে মুনাফার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং সম্পদের অটুট মান রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের সর্বোত্তম করপোরেট নাগরিক হতে বদ্ধ পরিকর এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী, খুচরা গ্রাহকদেরকেও গুরুত্ব দিয়ে চমৎকার ও চাহিদামাফিক গ্রাহক সেবা প্রদানে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে ব্যাংক আর্থিকভাবে আরো শক্তিশালী হচ্ছে।

ব্যাংক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ৩৭৬,৬০৯.৭০ মিলিয়ন টাকা আমানত সংগ্রহ করে যা ২০১৮ সালে ছিল ৩২০,০১১.১৯ মিলিয়ন টাকা। মোট বিনিয়োগ এবং অগ্রিমের পরিমান ২০১৯ সাল সমাপ্তিতে দাঁড়ায় ৩৬৪,০২৯.৯৬ মিলিয়ন টাকা যা ২০১৮ সালে ছিল ৩১১,৪১৬.৫২ মিলিয়ন টাকা। ২০১৯ সালে আমদানী বাণিজ্য, রপ্তানী বানিজ্য এবং ফরেন রেমিটেন্স সংগ্রহের পরিমান দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০৭,৩৮৫.৭০ মিলিয়ন, ১২,২৮০.৭০ মিলিয়ন এবং ১৪,৯১৩.৬০ মিলিয়ন টাকা। ২০১৯ সালের ৩,৯৫৫.৭৪ মিলিয়ন টাকা কর-পূর্ব মুনাফা অর্জন করে যা ২০১৮ সালে ছিল ৩,০৭৪.০৪ মিলিয়ন টাকা । ২০১৯ সালের কর পরবর্তী নীট মুনাফা দাঁড়ায় ২,০৮০.৫১ মিলিয়ন টাকা যা ২০১৮ সালে ছিল ১,৫৯৪.৬৬ মিলিয়ন টাকা । ২০১৯ সালের শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) দাঁড়ায় ২.৩৮ টাকা।

ব্যাংক শ্রেণীকৃত বিনিয়োগের বিপরীতে পর্যাপ্ত সঞ্চিতি সংরক্ষণ করে। সুনির্দিষ্ট সঞ্চিতির পরিমান গত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমান বেশি। পর্যাপ্ত সঞ্চিতি ব্যাংককে আগের তুলনায় আরো বেশি শক্তিশালী করেছে। Tier-১ মূলধন ২০১৯ সালের শেষে গিয়ে দাঁড়ায় ১৪,৯৪৮.৫৯ মিলিয়ন টাকা যা ২০১৮ সালে ছিল ১২,৯৮১.৯৬ মিলিয়ন টাকা। ২০১৯ সালের শেষে Tier-২ মূলধন ১২,৫২৩.৬২ মিলিয়ন টাকায় পৌঁছায় যা ২০১৮ সালে ছিল ৮,২৯৬.৬২ মিলিয়ন টাকা। রিটার্ণ অন এসেস্ট ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ সালে ছিল ০.৫১%। ব্যাসেল-৩ আনুযায়ী ব্যাংকের সমন্বিত মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত দাঁড়ায় ন্যূনতম সংরক্ষনের হার ১১.৮৭৫% এর বিপরীতে ১১.৪১%।

আমানত

ব্যাংকের মোট আমানত ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ সমাপ্ত বছরে ৫৬,৫৯৮.৫১ মিলিয়ন টাকা অর্থাৎ ১৭.৬৮% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭৬,৬০৯.৭০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরে একই সময়ে ছিল ৩২০,০১১.১৯ মিলিয়ন টাকা। যেহেতু আমানত হলো একটি ব্যাংকের জীবনীশক্তির প্রধান উৎস, তাই আমাদের ব্যাংক নতুন নতুন আমানত প্রকল্প উদ্ভাবন করে আমানত বৃদ্ধিতে সর্বাধিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে।

বিনিয়োগ

আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে প্রতিকূল অবস্থা স্বত্ত্বেও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সফল হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ সমাপ্ত বছরে ব্যাংকের বিনিয়োগ ৫২,৬১৩.৪৫ মিলিয়ন টাকা অর্থাৎ ১৬.৯৪% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬৪,০২৯.৯৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরে একই সময়ে ছিল ৩১১,৪১৬.৫২ মিলিয়ন টাকা। বিনিয়োগই একটি ব্যাংকের মুল সম্পদ। ব্যাংক সব সময়ই বিনিয়োগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার শর্তানুযায়ী প্রকৃত ঝুঁকি নিরুপণ সাপেক্ষে সব ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুণগত মান সম্পন্ন সম্পদ আহরণের বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করে।

আমদানিবাণিজ্য

২০১৯ সালে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১০,৭৩৯ কোটি টাকা। আমদানি বাণিজ্যের প্রধান খাত গুলি ছিল চাল, ভোজ্য তেল, মূলধনী যন্ত্রপাতি, তুলা, ফ্রেব্রিক্স ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি।

রপ্তানীবাণিজ্য

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ২০১৯ সালে রপ্তানী বাণিজ্যে সর্বমোট ১,২২৮ কোটি টাকার রপ্তানী দলিল সফলতার সাথে নিষ্পত্তি করে। রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান খাত গুলি ছিল তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, প্রক্রিয়াজাত চামড়ার পণ্য সামগ্রী, কৃষিপণ্য ইত্যাদি।

ফরেন রেমিটেন্স

২০১৯ সালে ব্যাংক ফরেন রেমিটেন্স আহরণ করে ১,৪৯১ কোটি টাকা। ফরেন রেমিটেন্স আহরণে আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এক্সচেঞ্জ হাউস যেমন : মানিগ্রাম, এক্সপ্রেসমানি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, প্লাসিড এনকে কর্পোরেশন, ট্রান্সফাস্ট, আফতাব কারেন্সী এক্সচেঞ্জ ইউ.কে, ব্রাকসজন এক্সচেঞ্জ লিঃ, ইউ.কে, আল-মুজাইনী এক্সচেঞ্জ কোং কেএসসিসি, কুয়েত, জেঞ্জ এক্সচেঞ্জ ডব্লিউএলএল, বাহরাইন, রিয়া (কণ্টিনেণ্টাল এক্সচেঞ্জ সল্যুশান আইএনসি.), ওয়ালস্ট্রীট ফাইন্যান্স এলএলসি, নিউইয়র্ক, প্রভু মানি ট্রান্সফার, ইউএসএ মার্চেন্টট্রেড এশিয়া, মালেশিয়া-এর সাথে রেমিটেন্স ব্যবসা পরিচালনা করে অত্র ব্যাংক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এছাড়া ও ইতালিতে অবস্থিত অত্র ব্যাংকের নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমান রেমিটেন্স দেশে এসেছে।

করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং

করেসপন্ডেন্ট ব্যাংক সমূহ হচ্ছে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের সহযোগী। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ইতোমধ্যে বৈদেশিক বিনিময় বাণিজ্যে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। বিশ্বব্যাপী খ্যাতি সম্পন্ন ২১৬টি ব্যাংকের ২,৫০০ এর অধিক শাখার সাথে অত্র ব্যাংক প্রতিসঙ্গী / করেসপন্ডেন্ট সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

অধীনস্ত কোম্পানিসমূহ

বাজার চাহিদা এবং আমাদের প্রাতশ্রুতি অনুযায়ী গ্রাহকদেরকে সেবা প্রদানের লক্ষে First Security Islami Capital & Investment Ltd. এবং First Security Islami Exchange House Italy, s.r.l নামে অধীনস্ত কোম্পানিসমূহ চালু করেছে যার মাধ্যমে মার্চেন্ট ব্যাংকিং এবং রেমিটেন্স সেবা প্রদান করা হয়। আমরা বিশ্বাস করি এ ধরনের প্রচেস্টা ব্যাংকের গ্রাহকদেরকে আরও ভিন্ন মাত্রার সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম:

বিশ্বায়নের এই যুগে ক্রমবর্ধমান আর্থিক সেবা উন্নয়নের সাথে সাথে সারা বিশ্বে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ একটি দায়িত্বশীল বানিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের বিরুদ্ধে সর্বদা সতর্ক ও তৎপর ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাৎসরিক ভিত্তিতে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ঘোষনা করেন এবং অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ দিকনির্দেশনা ও সার্বক্ষণিক তদারকি করে থাকেন। ব্যাংকে কার্যকর মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকের প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পদমর্যাদার একজন নির্বাহী উপ-প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (D-CAMLCO) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও উক্ত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সভাপতিত্বে ব্যাংকের উচ্চপদস্থ নির্বাহীগনের সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী "কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC)" ব্যাংকের সার্বিক মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম তদারকি করছে। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন্স অনুসারে, প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত "মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ" নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ ব্যাংকের মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সার্বক্ষণিক কাজ করছে। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল নির্দেশনা পরিপালনসহ "মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১৫ সালের সংশোধনীসহ)" এবং "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ ও ২০১৩ সালের সংশোধনীসহ)" এর সকল বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করার ব্যাপারে ব্যাংক সর্বদা সচেস্ট আছে। বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ইস্যুকৃত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে সকলের জ্ঞাতার্থে ও সচেতন করার লক্ষ্যে সকল শাখায়, বিভাগে, আঞ্চলিক কার্যালয়ে ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহে জারি করা হয় ও এর নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করার জন্য সকলকে সার্কুলার এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয় এবং কার্যকর তদারকির মাধ্যমে সকল নির্দেশনা পরিপালন নিশ্চিত করা হয়।

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নিজস্ব "এন্টি মানি লন্ডারিং এন্ড কমব্যাটিং ফাইন্যান্সিং অফ টেরোরিসম পলিসি" (২০১৯ সালে হালনাগাদকৃত), "কাস্টমার এ্যাকসেপটেন্স পলিসি" (২০১৯ সালে হালনাগাদকৃত) এবং "মানি লন্ডারিং এন্ড টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্স ফর এফএসআইবিএল" এর আলোকে ব্যাংকের সার্বিক মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ব্যাংকের সর্বস্তরে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সার্বক্ষণিক সতর্কদৃষ্টি রাখার জন্য কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি কর্তৃক প্রতিটি শাখার একজন জ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা ম্যানেজার অপারেশনকে শাখা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন ও নিরীক্ষা বিভাগের পাশাপাশি মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ ব্যাংকের শাখাসমূহে দৈবচয়ন ভিত্তিতে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক পরিদর্শন করে থাকে। এছাড়াও, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ নিয়মিতভাবে প্রযোজ্য নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) এবং সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR)/সন্দেহজনক কার্যক্রম রিপোর্ট (SAR) বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করছে।

বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত "Uniform Account Opening Form ও KYC Profile Form" ব্যাংকের সকল স্তরে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে গ্রাহক সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (CDD) এবং অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (EDD) নিশ্চিত করা হচ্ছে।

গ্রাহকের পূর্নাঙ্গ ও নির্ভুল গ্রাহক পরিচিতি সম্পাদন নিশ্চিত করে হিসাব খোলা ও পরিচালনা করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের সাথে চুক্তি মোতাবেক তাঁদের ডাটাবেইজ হতে গ্রাহকের জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যাদি যাচাই করে ব্যাংকের সকল হিসাব খোলা এবং পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও, যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক ডাটাবেজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এ্যাকুইটি লিঃ (Accuity Ltd.) হতে সংগৃহীত ডাটা আমাদের নিজস্ব Sanction Screening Software [S3] এ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকের কোনো গ্রাহক পলিটিক্যালি এক্সপোজড পারসন (PEPs) বা প্রভাবশালী ব্যক্তি (IPs) অথবা কোনো অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত কিনা তা তাৎক্ষণিকভাবে নিরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। ২০১৯ সালে, বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে পরিচালিত e-KYC পাইলট প্রকল্পে ব্যাংক সফলভাবে অংশগ্রহণ করে এবং অচিরেই ব্যাংক এধরনের আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ KYC নিশ্চিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর নিজস্ব ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ব্যাংকের মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগের সহযোগিতায় শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তাগণকে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। উক্ত প্রশিক্ষণে বিশেষভাবে ট্রেড বেজড মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়, যাতে অর্থ পাচার তথা মানি লন্ডারিং এর মাধ্যম হিসেবে আমাদের ব্যাংককে ব্যবহার করতে না পারে। ২০১৯ সালে ঢাকায় সকল শাখা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাবৃন্দকে (BAMLCO) একসাথে নিয়ে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও, ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা ও নির্বাহীগণকে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে দেশে এবং বিদেশে উচ্চমানের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে গ্রাহকগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত পর্যাপ্ত সংখ্যক লিফলেট শাখায় বিতরণ এবং প্রতিটি শাখার দৃশ্যমান স্থানে এ বিষয়ক পোস্টার স্থাপন নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

ব্রাঞ্চেস কন্ট্রোল ডিভিশন (বিসিডি)

আমাদের ব্যাংকের ব্রাঞ্চেস কন্ট্রোল ডিভিশন (বিসিডি) ২০১৮ সালের শেষের দিকে একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) এর নেতৃত্বে ব্যাংকের ১৮৬ টি শাখার কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের নিমিত্তে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষন সম্পন্ন একদল জনশক্তি সমন্বয়ে কাজ শুরু করে। অত্র ডিভিশন/ বিভাগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ ব্যাংকিং সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আমাদের ব্যাংকের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের জন্য শাখাগুলিকে সহায়তা করা। শাখা, হেড অফিস এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিভাগ গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধি গতিশীল ও শরীয়াহ সম্মত ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি গ্রাহক সন্তুষ্টিও নিশ্চিত করে।

বিসিডি এর সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

০১.	ক্যাশ ব্যবস্থাপনা	# বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী/ অন্যান্য ব্যাংকের সাথে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে অনুমোদন দেয়া। # ময়লাযুক্ত, ছেঁড়া-ফাটা এবং জাল নোট সংক্রান্ত স্থিতি/অবস্থা (যদি থাকে), উপহার চেক, ধাতব মুদ্রার মনিটরিং এবং প্রতিবেদন প্রেরণ।
০২.	শাখাসমূহ ব্যাংকিং নীতি সম্বলিত সার্কুলেশন	# বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশাবলী অনুযায়ী ব্যাংকিং অপারেশন সম্পর্কিত বিভিন্ন নির্দেশনা/বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ/বিজ্ঞপ্তি গুলিতে উদ্ধৃত/উল্লেখিত নির্দেশনাবলী বাস্তবায়ন/ পরিপালন/ তদারকি করা। # বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের হিসাব খোলা এবং নির্দেশিত নিয়মকানুন ও প্রবিধান বাস্তবায়ন। # জিবি ম্যানুয়েল হালনাগাদকরণ। # নতুন শাখাসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক/ প্রধান কার্যালয়ের পূর্বের সার্কুলার এর কপি প্রেরণ করা।
০৩.	মৃতব্যক্তির হিসাব এবং লস্ট ইন্সট্রুমেন্ট কেইসসমূহ	# মৃতব্যক্তির হিসাব ব্যবস্থাপনা। # লস্ট ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবস্থাপনা। # লস্ট ইন্সট্রুমেন্ট সার্কুলার জারি, অফিস নোট প্রস্তুত এবং এগুলোর সাপেক্ষে অনুমোদন প্রদান।
০৪.	গ্রাহক সেবা এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	# গ্রাহক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি নিষ্পত্তি করা। # অভিযোগগুলো বিচার বিশ্লেষন করা এবং সেগুলোর যথার্থতা যাচাই করা। # গ্রাহক সেবা এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাস্তবায়ন। # হেল্প ডেস্কের ক্রিয়াকলাপগুলি পর্যবেক্ষন করা। # বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গ্রাহকের প্রশ্নউত্তর এবং অভিযোগ সম্পর্কে প্রতিউত্তর প্রদান ও যোগাযোগ করা।
০৫.	লকার সার্ভিস	# শাখার লকার সেবা মনিটর করা। # ভাড়াকৃত লকার ঘরগুলোর ইনসুরেন্স হালনাগাদকরণ।
০৬.	স্কুল ব্যাংকিং এবং অদাবীকৃত আমানত	# শাখাসমূহ থেকে স্কুল ব্যাংকিং সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। # বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী ১০ বছর বা তার অধিক সময় অদাবীকৃত আমানত সংগ্রহ করত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা।
০৭.	শাখা সমূহ পরিদর্শন	# গ্রাহক সেবা এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এর উপর ভিত্তি করে শাখাসমূহ আকস্মিক পরিদর্শন করা। # বিসিডির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী শাখাসমূহ বিশেষ পরিদর্শন করা।
০৮.	সিডিউল অব চার্জেস	# প্রয়োজন অনুসারে সিডিউল অব চার্জেস তৈরী করা।

অত্র বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটি হল- গ্রাহক, চলমান গ্রাহক, বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য যে কোন ব্যক্তির/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আমলে নেয়া ও প্রয়োজনীয় সমাধান দেয়া। কাস্টমার সার্ভিস এন্ড কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সেল (সিএসসিএমসি) এর মাধ্যমে বিসিডি সমস্যাগুলো নিম্নলিখিত উপায়ে সমাধান করে থাকে-

বিসিডি এর ভবিষ্যত পরিকল্পনা হল বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারের অন্যান্য সংস্থার নির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এফএসআইবিএলকে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক সংস্থায় উন্নীত করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, দুর্নীতি দমন কমিশন প্রভৃতির চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের হিসাব সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জবাব প্রদান করা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, বিবরণী সরবরাহ করা।

কার্ড ডিভিশনের কর্মপরিধি ও কর্মদক্ষতা

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সারা দেশে ইসলামী শরিয়াহের নীতির উপর ভিত্তি করে সুনামের সাথে গ্রাহকদের কাছে ব্যাংকিং পরিষেবা সরবরাহ করছে।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পর্ষদ আমাদের মুল্যবান গ্রাহকদের কাজে ভাল সেবা এবং নগদ টাকা উত্তোলনের পাশাপাশি প্লাষ্টিকের কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটা সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।এফএসআইবিএল ২০০৮ সালে প্রথম নিজস্ব ডেবিট কার্ড চালু করেছে। ৪ জুলাই ২০১৮ সালে এফএসআইবিএল ইএমভি চিপ ভিত্তিক ভিসা ডেবিট কার্ড চালু করে এবং পূর্বেরসমস্ত ইস্যুপ্রাপ্ত নিজস্ব Magnetic stripe কার্ডগুলি ইএমভিতে রূপান্তর করে। ২০১৯ সালের শেষে আমাদের কাছে ১ লাখ ২৩ হাজার ডেবিট কার্ড রয়েছে।

মসৃণ নগদ টাকা উত্তোলন এবং আমাদের মূল্যবান ক্লায়েন্টদের সুবিধার জন্য, এফএসআইবিএল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরো অধিক সংখ্যক এটিএম বুথ স্থাপন করার জন্য কারণ আমাদের ব্যাংকের শাখা সারা দেশে ছড়িয়ে আছে।

১১ আগস্ট ২০১২ সালে এফএসআইবিএল প্রথম নিজস্ব এটিএম বুথ চালু করেছে। শপিং মলে এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক অবস্থানে আরো কম খরচের লেনদেন সুবিধাগুলি সহজতর করার জন্য ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের জন্য ২৪/৭ ঘন্টা সেবা নিশ্চিত করার জন্য আরো এটিএম মেশিন স্থাপন করার নিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডিসেম্বরে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আমাদের এটিএম বুথ সংখ্যা ১৫৪টি।

কার্ড ডিভিশনের পোর্টফোলিও:

- ১৫৪ এটিএম
- ১ লক্ষ ২৩ হাজার ডেবিট কার্ড
- ২৪/৭ কল সেন্টার ১৬২৫৭)

কার্ড ডিভিশনের ব্যবসায়িক সংক্ষিপ্তসার

বছর	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	প্রবিদ্ধ
ATM	১৫	৫	১১	১৫	
এটিএম এ লেনদেন এর সংখ্যা	৭৪০,৮২৭	১,০৭০,০০০	১,১৮৮,৭৯৮	১,৪১৮,২০৬	১৯%
এটিএম এ লেনদেন এর পরিমান	৬৯০ কোটি	৮৩৫ কোটি	১০১৬ কোটি	১২৩০ কোটি	২১%
POS এ লেনদেন এর সংখ্যা	১০৩১৫	১৯৫৮৭	৩৭৯৫৩	৭৩৭৮৩	৯৪%
POS এ লেনদেন এর পরিমান	২.৭২ কোটি	৫.২৫ কোটি	১০.০৫ কোটি	২১.২২ কোটি	১১১%
E-Commerce এ লেনদেন এর সংখ্যা	-	-	৩৭১২	৮৩৯৪	১২৬%
E-Commerce এ লেনদেন এর পরিমান	-	-	১৫.৩৫ লাখ	৯৯.৫৫ লাখ	৫৪৯%
কার্ড এবং লেনদেন হতে প্রাপ্ত আয়	২.৯৮ কোটি	৩.০০ কোটি	৩.৫৫ কোটি	৪.৩৪ কোটি	২২%
bKash এ লেনদেন এর সংখ্যা				১০৫৫	
bKash এ লেনদেন এর পরিমান				৯০২৫৫০০	

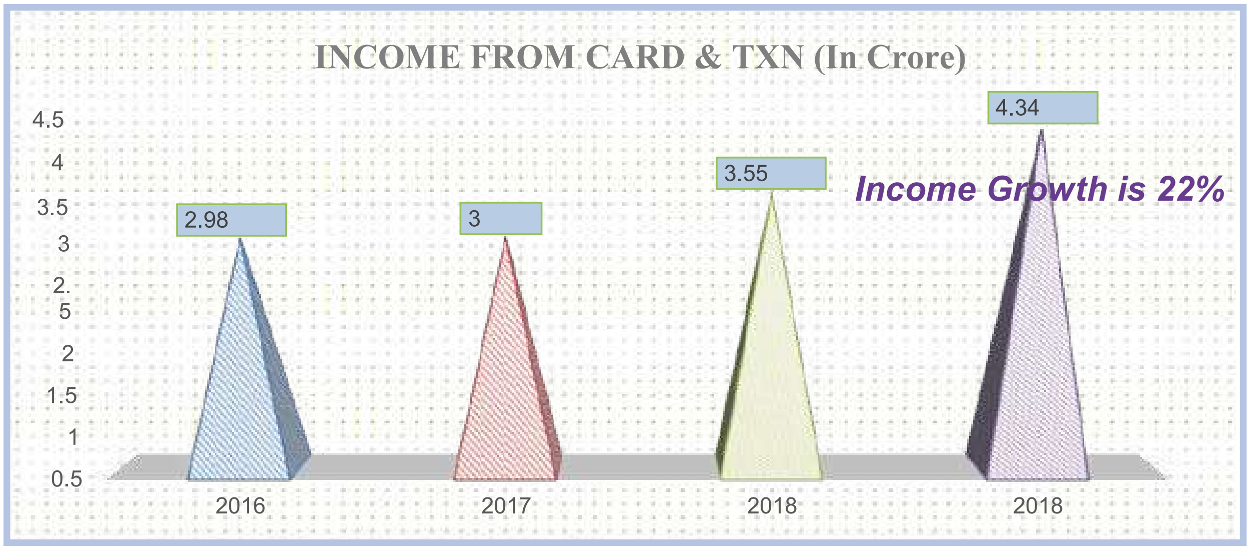

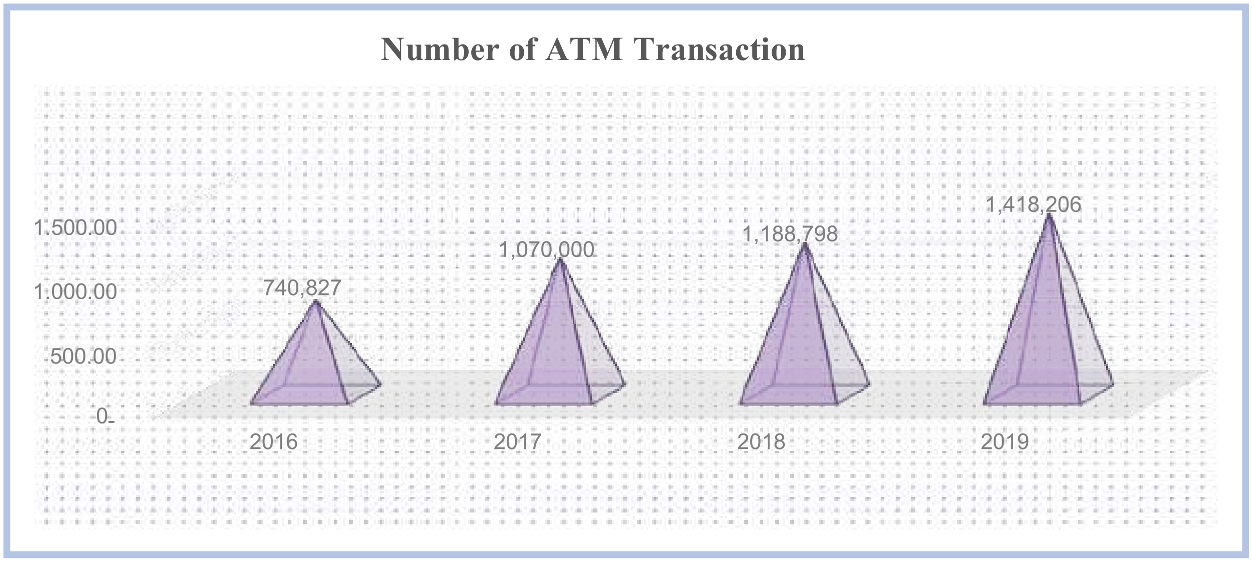

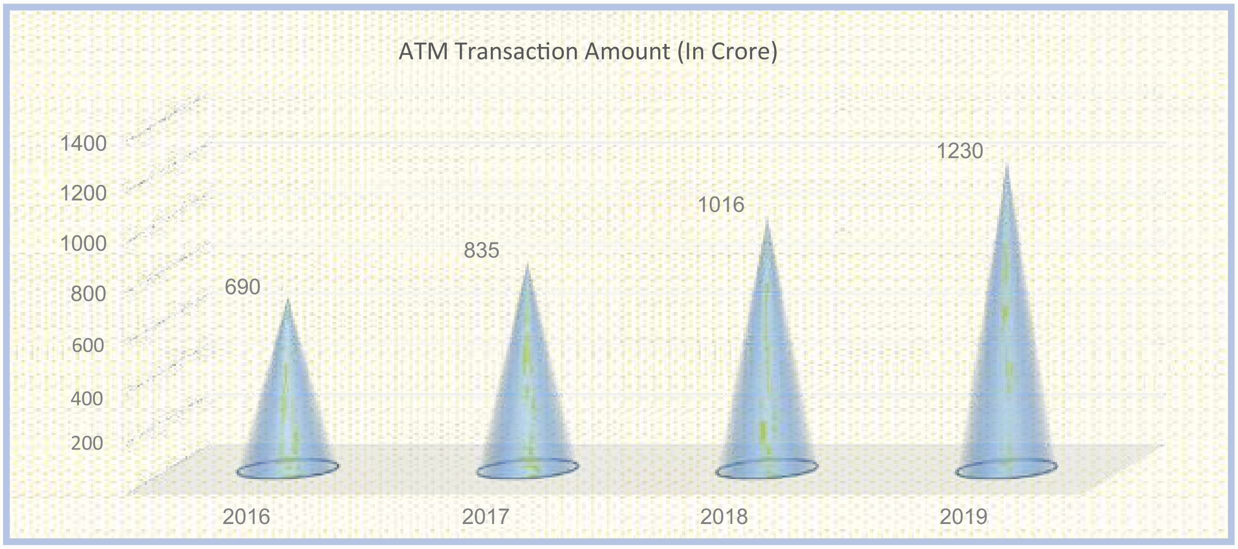
ATM Transaction Amount (In Crore)
1400
1200
1000
800
600
400
200
690
835
1016
1230
2016
2017
2018
2019

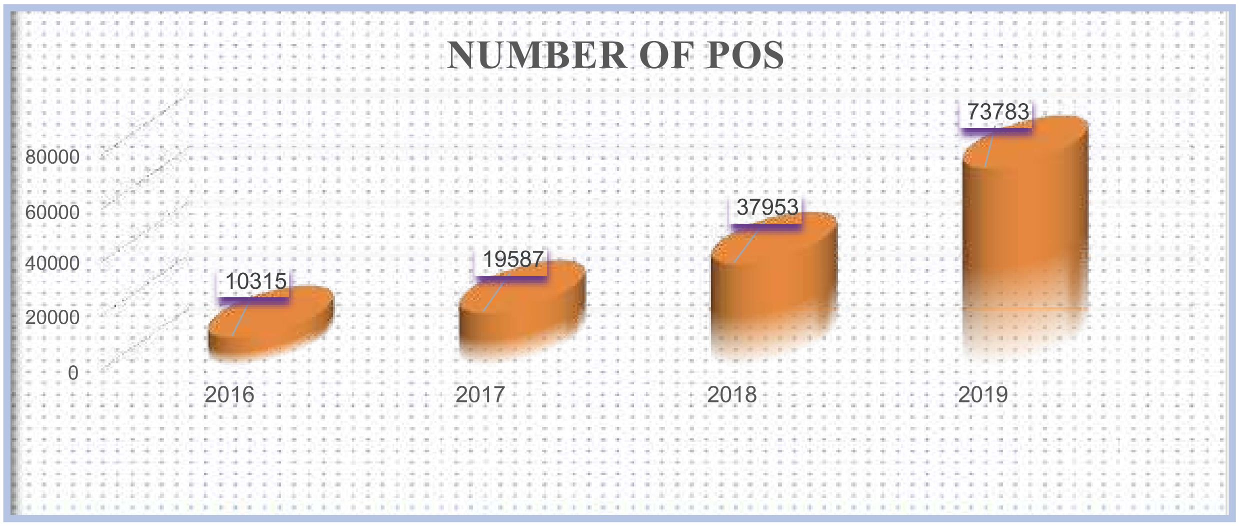
NUMBER OF POS
80000
60000
40000
20000
0
10315
19587
37953
73783
2016
2017
2018
2019

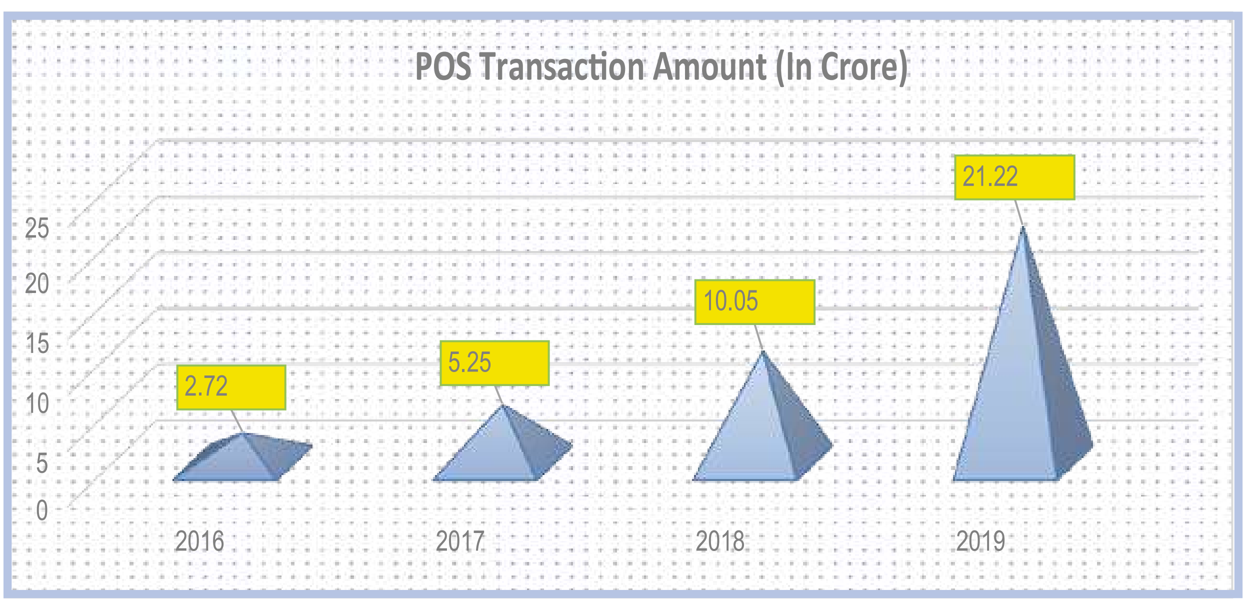
POS Transaction Amount (In Crore)
25
20
15
10
5
0
2.72
5.25
10.05
21.22
2016
2017
2018
2019

	ক্রমিক নং	জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত কার্ড বিভাগের অর্জন
কার্ড ডিভিশন অর্জন	১	ATM থেকে Fund Transfer চালু করা হয়েছে।
	২	FSIBL ATM থেকে বিকাশের মাধ্যমে নগদ উত্তোলন করা যায়।
	৩	২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৮% কার্ড সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
	৪	২০১৮ সালের আয়-৩.৫৫ কোটি, ২০১৯ সালে আয়-৪.৩৪ কোটি, DEBIT CARD INCOME প্রবৃদ্ধি ২২%
	৫	মাইক্রোসফট উনডোজ অনুমোদিত এন্টি ভাইরাস সফটওয়্যার ৮৫টি Wincor ATM এ ইনস্টল করা হয়েছে।
	৬	সকল এটিএম হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার EMV অনুসারে স্থানান্তরিত হয়েছে।
	৭	এই পর্যন্ত ৮০ হাজার Magnetic ডেবিট কার্ড EMV Chip কার্ড এ রুপান্তর করা হয়েছে।
	৮	ই-কমার্স লেনদেন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
	৯	জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ই-কর্মাস লেনদেনের পরিমান-১২৪৭৯টি, মোট=৯৯৯২৫৩০.০০ টাকা
	১০	জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত POS লেনদেনের পরিমান- ২৬৯১২টি, মোট=৫৬০৪৪৭১৯.০০ টাকা
	১১	২০১৯ সালে ১৫টি **এটিএম** ইনস্টল করা হয়েছে।
	১২	ঁজুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত BKash লেনদেনে পরিমাণ-৩২৫২টি, মোট- ২৭৫০৯০০০.০০ টাকা।

	ক্রমিক নং	CARD DIVISION এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	১	ক্রেডিট কার্ড চালু করা।
	২	সন্দেহজনক লেনদেন নিরীক্ষণ করতে Fraud Analyzer software ব্যবহার করা।
	৩	মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অনুমোদিত এন্টি ভাইরাস সফটওয়্যার ইনস্টল করা।
	৪	Cash Recycler এটিএম স্থাপনা করা।
	৫	এটিএম মেশিন সুরক্ষা উন্নত করার জন্য Active Directory Domain service চালু করা
	৬	NFC (Near- Field Communication) কার্ড চালু করা
	৭	POS Terminal চালু করা
	৮	এটিএম মেশিন এর মাধ্যমে বিল পেমেন্ট করা।

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২২ শে নভেম্বর, ২০১১ ইং তারিখে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে, ২৭ শে মার্চ ২০১২ ইং তারিখে ব্র্যান্ড নাম "এফএসআইবিএল ফার্স্টপে শিওরক্যাশ" হিসেবে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা শুরু করে। পরবর্তীতে পুনঃব্র্যান্ড নাম "ফার্স্টপে শিওরক্যাশ" হিসাবে এফএসআইবিল মোবাইল ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে।

এফএসআইবিল মোবাইল ব্যাংকিং দেশজুড়ে ৯১ ডিস্ট্রিবিউটর এবং ৩২,৫১৬ এমএফএস (MFS-Mobile Financial Services) এজেন্টের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এর সহায়তায় ৪,৫৪,৮৫৪ জন গ্রাহককে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদান করছে।

এফএসআইবিএল মোবাইল ব্যাংকিং এর নেটওয়ার্ক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মার্চেন্ট এবং ইউটিলিটি বিল কালেকশন এর মত সংস্থার মধ্যে বিস্তৃত হচ্ছে। এ পর্যন্ত আমরা ৩৮৩ টি সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, মোট ২৩৬ টি কলেজ (ঢাকা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ ও বগুড়া জিলা স্কুল ইত্যাদি), মোট ১২৭ টি মার্চেন্ট, মোট ০৬ টি ইউটিলিটি (ঢাকা ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা, ডেসকো ও ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ইত্যাদি) এবং মোট ১৪ টি পৌরসভা এফএসআইবিএল মোবাইল ব্যাংকিং এর অধীনে আনতে সক্ষম হয়েছে।

এফএসআইবিএল মোবাইল ব্যাংকিং এর মোট টার্নওভার ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯ ইং সালে যথাক্রমে ২৬৯.৯৭, ৬৪১.৫৩, ৯১৩.৮৭ এবং ১০৪৩.৪৪ কোটি টাকা যা এফএসআইবিএল এমএফএস ব্যবসার ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করে।

এফএসআইবিএল এমএফএস এর মোট কালেকশন ২০১৬ সালে ছিল ৬২.১০ কোটি টাকা, যা ২০১৭ ও ২০১৮ ইং সালে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৬৪.৩৬ ও ১৩০.২৮ কোটি টাকাতে উন্নীত হয়। এই বৃদ্ধির প্রবণতা চলমান এবং তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ ইং সালে ১৪৩.৬৪ কোটি ছাড়িয়ে গেছে যা এফএসআইবিএল এমএফএস, ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধির দিকে অবদান রাখছে।

এফএসআইবিল মোবাইল ব্যাংকিং নিম্নের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবাসমূহ প্রদান করছেঃ

- Cash Deposit
- Cash Withdrawal
- Money Transfer
- Pin Change
- Mobile Recharge
- Payment
- Balance Check

উন্নত সেবার মাধ্যমে আমরা সমগ্র বাংলাদেশে বিশেষ করে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এফএসআইবিএল মোবাইল ব্যাংকিং এর নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করছি। এই সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে, আমাদের মোবাইল ব্যাংকিং এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সমস্ত সরকারি ইউটিলিটি বিল সংগ্রহের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের "এটুআই" (a2i) এর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই এটুআই (a2i) প্রকল্পের নাম "১পে " (EkPay)- যা এক পয়েন্ট বিশিষ্ট পরিষেবা, যেখানে সমস্ত সরকারি ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট সুবিধা পাওয়া যায়। এটি এফএসআইবিএল এর ব্যাংকিং সিস্টেম ডিজিটালকরণের দিকে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। আমাদের মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ ওয়াসেক মোঃ আলী ১৩ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ইং আইসিটি মন্ত্রাণালয় এবং "এটুআই" (a2i) এর সাথে এফএসআইবিএল এর পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

আমরা নির্বাচন কমিশন এবং বাংলাদেশ পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সাথে মোবাইল ব্যাংকিং এর জন্য চুক্তি করতে যাচ্ছি। মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ক্রমবিকাশের অংশ হিসেবে, আমরা এমএফএস (MFS) ও সিবিএস (CBS) এর মধ্যে একীকরণের (Integration) কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। এমএফএস মার্কেট প্লেয়ারদের মধ্যে এনপিএসবি (NPSB)-ইন্টারওপেরিবিলিটি (Interoperability) একীকরণের জন্য কাজ করছি। আমরা EKYC নিয়েও কাজ করছি।

এফএসআইবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং:

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১ লা সেপ্টেম্বর, ২০১৫ ইং তারিখে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা শুরু করার জন্য বাংলাদেশের ব্যাংকের অনুমতি পায়। সফটওয়্যার কোম্পানি- লিড্স কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক সরবরাহকৃত সফটওয়্যার OnCore"-এর মাধ্যমে এফএসআইবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। মূলত এটি অইঝ (Agent Banking Solution) হিসেবে পরিচিত যা CBS (Core Banking Solution) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত (Integrated)। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর এজেন্ট ব্যাংকিং ব্র্যান্ড নাম " এফএসআইবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং"।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুসারে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগনকে একটি বৈধ এজেন্সি চুক্তির ভিত্তিতে এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে সকল ধরনের শাখা ব্যাংকিং সেবাসমূহ যেমন-হিসাব খোলা, নগদ জমা/ উত্তোলন, বিইএফটিএন (BEFTN), ব্যাচ (BACH) ও আরটিজিএস (RTGS) ইত্যাদি এফএসআইবিএল এজেন্ট আউটলেটে প্রদান করা হচ্ছে।

এজেন্ট ব্যাংকিং মডেল অনুযায়ী, এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটগুলো নিকটতম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দূরত্ব বিবেচনা করে এফএসআইবিল শাখাগুলোর সাথে যুক্ত করা হচ্ছে। শাখা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট আউটলেটগুলোকে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করছে কারণ সংশ্লিষ্ট আউটলেট এর ব্যবসা, যুক্ত (Tagging Branch) শাখারই ব্যবসা যা ঐ শাখার অ্যাফেয়ার্স (Affairs)- এ প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ যুক্ত (Tagging Branch) শাখাই এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসার চূড়ান্ত সুবিধাভোগী।

৩১.১২.২০১৯ পর্যন্ত, আমরা ৩৬ টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউলেট এর মাধ্যমে মোট ৩০,০৮২ টি হিসাব খুলেছি যার মোট ডিপোজিট ৮৪.৫৮ কোটি টাকা এবং মোট টার্নওভার টাকা ৩৯০.৪৩ কোটি টাকা।

সাধারণ ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি, এফএসআইবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং বাংলাদেশের ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত জনগনকে অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। তাদের মধ্যে, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড বিল (BREB) কালেকশন এবং বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ সেবা (Foreign Remittance Service) আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চলের নাগরিকদের জন্য এফএসআইবিল একটি বিপ্লব হিসেবে কাজ করছে।

৩১.১২.২০১৯ ইং পর্যন্ত, এফএসআইবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং মোট ১,৮৫,২৮১ টি বিআরইবি (BREB) বিল কালেকশন করে যার নেট টাকা ৯.৪২ কোটি।

বর্তমানে এফএসআইবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং এর হিসাবধারী ও অ-হিসাবধারী সবাই তাদের বাসস্থানের খুব কাছ থেকে আমাদের 'বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ সেবা' (Foreign Remittance Service) উপভোগ করছেন যা অতি দূরত্বের দুর্ভোগ লাগব করছে।

নিম্নের এক্সচেঞ্জ হাউজ (Exchange House) গুলোর মাধ্যমে 'বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ' এফএসআইবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে ফরেইন রেমিটেন্স সেবা (Foreign Remittance Service) আওতায় প্রদান করছে ঃ

- Western Union
- Express Money
- Transfast
- Placid Express
- Aftab Currency Exchange
- Moneygram
- RIA
- IME
- Italy Exchange House
- Brac Saajan Exchange

৩১.১২.২০১৯ ইং পর্যন্ত এফএসআইবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং মোট ৪৪৬৬ টি ফরেইন রেমিটেন্স (Foreign Remittance) প্রদান করে যার নেট টাকা দাঁড়ায় ১৬.৯০ কোটি।

এফএসআইবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং এর ২০১৯ সালটি, আমাদের এজেন্ট ব্যাংকিং পরিষেবাদির উন্নয়নশীল পর্যায়ে ছিল। ২০১৯ সালের এই ভিত্তিটি, আমাদের এজেন্ট ব্যাংকিং পরিষেবাগুলিকে প্রসারিত করতে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকদের কাছে পৌঁছে দিতে আমাদের সহায়তা করছে।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাঃ

সেবা ভিত্তিক শিল্প হিসেবে ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানব সম্পদ ও ঝুঁকির সঠিক ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে ব্যাংকিং ব্যবসায়ের সাফল্য।সঠিক জায়গায় সঠিক লোক পদায়ন মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড তৃতীয় প্রজন্মের দ্রুত অগ্রগতিশীল ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক একঠি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকটি সবার জন্য সবসময়' এই স্লোগান ধারণ করে বর্তমানে সারাদেশে ১৮৪ টি শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিটের মাধ্যমে সকল প্রকার ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে চলেছে। গ্রাহককে সর্বোত্তম ও যুগোপযোগী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়নে সর্বদাই গুরুত্ব দিয়ে আসছে এই প্রতিষ্ঠান। এফএসআইবিএল বিশ্বাস করে প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখতে হলে এবং এর সেবা অন্যান্য ব্যাংকের সেবার মান হতে আলাদা করতে হলে গুনগত সেবা ও গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে হবে যা নির্ভর করে কর্মকর্তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর। যেহেতু আমাদের মানব সম্পদ প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে সহায়তা করে, সেহেতু একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যাংক দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ, তাদের উন্নয়ন ও তাদের ধরে রাখার নীতিতে অবিচল থাকে। ব্যাংক নতুন নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করে। গ্রাহককে সর্বোত্তম সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংক তার জনশক্তিকে যোগ্য ও উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে প্রতিনিয়ত দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করছে। ব্যাংক এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ব্যাংকের উন্নতি সাধনে যথাযথ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের জনশক্তির পেশাগত উন্নয়ন এবং তদারকি সংস্থাসমূহের প্রতি আরো বেশী নমনশীল করে তোলার জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করছে।

যোগ্য ও উপযুক্ত মানবসম্পদ নির্বাচন, নিয়োগ ও ধরে রাখতে আমাদের কর্মপন্থাঃ

- সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।
- প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী নিয়োগ।
- নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের বাস্তব ভিত্তিক ব্যাংকিং জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।
- কর্মীদের অধিক যোগ্য ও আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা।
- প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা, কর্মীর যোগ্যতার ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে যথোপযুক্ত স্থানে পদায়ন ও বদলি করা।
- মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রদান।
- কর্মীবান্ধব কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- প্রতিষ্ঠানের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে অবদান রাখার সক্ষমতা তৈরী করা।
- ভবিষ্যত নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য কর্মীদের আত্ম-উন্নয়ন ও আত্ম-বিকাশের সুযোগ প্রদান করা।
- যোগ্য কর্মীদের ধরে রাখা ও সন্তুষ্টি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আকর্ষণীয় বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।
- বিদ্যমান আইন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক প্রণীত পরিপত্র ও নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতন ও নমনশীল করে তোলা।

আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ একটি কাজের পরিবেশ বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেখানে পারস্পারিক প্রতিযোগিতায়, ধর্ম, লিঙ্গ, বয়স অথবা অন্য কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন বিভাজন থাকবেনা। হুমকি হিসাবে বিবেচিত হবে এমন কোন আচরণ কে আমরা মেনে নেব না। সহযোগিতামূলক, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং শ্রদ্ধাশীল কাজের পরিবেশে আমরা বিশ্বাস করি যা কর্মীদের কাজে সর্বোচ্চ দক্ষতা নিশ্চিত করবে। ব্যাংক যথাযথ প্রশিক্ষণ, পুরস্কৃতকরণ এবং কাজের স্বীকৃতির মাধ্যমে এর সদস্য ও কর্মীদের কর্ম দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়। ব্যাংক এর দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের ধরে রাখতে এবং সার্বিক উন্নতির জন্য বেশ কয়েকটি কল্যাণ মুখী প্রকল্প গ্রহণ করেছে যেমন- কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি, সোস্যাল সিকিউরিটি বেনিভোলেন্ট ফান্ড, কর্মকর্তাদের জন্য হাউজ বিল্ডিং বিনিয়োগ প্রকল্প, গাড়ী বিনিয়োগ প্রকল্প, এইচপিএসএম কনজুমার ডিউরেবলস, মৃত্যু ও অক্ষমতা ঝুকি আবৃতকরণ স্কীম এবং গ্রুপ জীবন বীমা ইত্যাদি।

কর্মকর্তাদের প্রয়োজন অনুয়ায়ী প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংকের ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক নিয়োগ এবং পাঠদান প্রক্রিয়া হালনাগাদ করছে। ব্যাংক চট্টগ্রাম জোনের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে রিজিওনাল ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠা করেছে এবং খুলনা ও রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। নতুন কর্মীদের আরো বেশী যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমের নিয়মিত মানোন্নয়ন করে আসছে। সারা বছর কোন কোন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা হবে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিবছর তার একটি বর্ষপঞ্জি প্রস্তুত করে প্রশিক্ষনার্থীদের কল্যণার্থে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কে আবাসিক করা হচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন

যে কোন কার্যক্রমের সাধারণ ক্রুটি থেকে যেমন মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে তেমনি সঠিক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং নিরীক্ষার দূর্বলতা থেকে উৎপত্তি হতে পারে গুরুতর কোন অনিয়ম। এ ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, আইনি বাধ্যবাধকতা অনুসরনে পরিপালন, সঠিকভাবে রিপোর্টিং ব্যবস্থার উন্নয়ন-এসব ঝুঁকি ও অনিয়ম প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা শুধু নিয়মিত কর্ম সম্পাদনকেই নির্দেশ করেনা বরং তা সম্পাদিত কর্মের যৌক্তিকতা ও সঠিকতাকে নিরূপণ করে। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা কর্মজীবনে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার এক অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে। আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থাপনা এবং তদারকী মূলতঃ নিবদ্ধ থাকে বিভিন্ন বিষয়ের ঝুঁকি ও এর নিয়ন্ত্রণের উপর। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সম্ভাব্য সব ধরনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সম্প্রসারিত বিনিয়োগের বিপরীতে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জগুলোকে বিবেচনা করে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে বিনিয়োগ ঝুঁকির প্রয়োজনীয় বিধিবিধান ও নির্দেশনা প্রস্তুত করেছে এবং তা কার্যকরী রেখেছে।

অনিয়মিত হিসাবসমুহকে সঠিকভাবে তত্ত্বাবধানের জন্য ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর রয়েছে একটি পৃথক বিনিয়োগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ। ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং নিরীক্ষা বিভাগ, শরীয়াহ নিরীক্ষা ও পরিপালন বিভাগ, এএমএল এন্ড সিএফটি বিভাগ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন শাখা নিরীক্ষা ও পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিল করে। তাছাড়া ডিপার্টমেন্টাল কন্ট্রোল ফাংশান চেকলিস্ট, ত্রৈমাসিক কার্য বিবরণী, বিনিয়োগ ডকুমেন্টেশন চেকলিস্ট প্রভৃতিকে ব্যাংকের সম্ভাব্য সকল কার্যক্রমে উদ্ভুত ঝুঁকি মোকাবেলায় সুনিপুণভাবে প্রস্তুত করা হয়। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে চালানোর জন্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ম্যানুয়েল রয়েছে।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন বিভাগ ব্যাংক ব্যবস্থাপনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং নিরাপদ ও সঠিক কার্যক্রমের ভিত্তি স্বরুপ। "প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম"- এ মূলমন্ত্র নিয়েই অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। এ বিভাগের কর্মকান্ডকে নিম্নবর্ণিত ভাবে শ্রেণী বিন্যাস করা যায়।

কর্মভিত্তিক উদ্দেশ্য ঃ কর্মদক্ষতা ত্বরান্বিতকরণ এবং কর্মসম্পৃক্ততা সক্রিয়করণ।
তথ্যভিত্তিক উদ্দেশ্য ঃ আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা তথ্যাবলীর নির্ভরযোগ্যতা ও যুগোপযোগিতা নিশ্চিতকরণ।
পরিপালন উদ্দেশ্য ঃ নিয়ন্ত্রণমূলক ও প্রায়োগিক আইনি কাঠামোর অনুগত পরিপালন।

আমাদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন বিভাগকে একজন উচ্চ পর্যায়ের এক্সিকিউটিভ এর তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ এবং কর্মকর্তাদের দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। এ বিভাগেরই নিয়ন্ত্রণাধীনে চট্টগ্রামে একটি আঞ্চলিক আইসিসি ইউনিট রয়েছে। যার দায়িত্বে রয়েছেন একজন সুদক্ষ উচ্চ পর্যায়ের এক্সিকিউটিভ এবং অন্যান্য মধ্যম পর্যায়ের এক্সিকিউটিভ এবং কর্মকর্তাগণ। চট্টগ্রাম ও সিলেট প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত শাখাগুলোর নিরীক্ষা কার্যক্রম এ ইউনিটের দ্বারা সম্পাদিত হয়। বাকী বিভাগের নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়ের আইসিএন্ডসি বিভাগ হতে সম্পাদিত হয়। নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলী ছাড়াও বিভাগীয়-প্রধানকে নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যাবলীর দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিভাগটি ৩টি সুনির্দিষ্ট ইউনিটে বিভক্ত করা আছে। যথা- পরিপালন ইউনিট, মনিটরিং ইউনিট এবং নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট। বিশদ নিরীক্ষা কার্যক্রম ছাড়াও রিস্ক -বেইজড ইন্সপেকশন, সারপ্রাইজ ইন্সপেকশন, বৈদেশিক বাণিজ্য ও মুদ্রা বিষয়ক ইন্সপেকশন, অন-লাইন ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজ্যাকশন মনিটরিং অত্র বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়। উপরিউক্ত কার্যক্রম ব্যতীত অভ্যন্তরিন নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এইচআরডি এর ইনক্রিমেন্ট, চিকিৎসা সেবা, বিশেষ বোনাস, পদবী পরিবর্তনের কারনে Salary Fixation, ক্যাডার পরিবর্তন সহ আনুষঙ্গিক নথিপত্র, জিএসডি প্রেরিত ব্যয় সংশ্লিষ্ট নথি, এফএডি এর ভ্রমনভাতা বিল ট্রেনিং একাডেমীর ব্যয় সংশ্লিষ্ট বিল এবং নানাবিধ ব্যয়ভারযুক্ত নথিপত্র পরিদর্শন করা হয়।

২০১৯ সালে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন বিভাগ ব্যাংকের ১৬৮টি শাখায় নিয়মিত বিশদ পরিদর্শন, ১২০টি শাখায় আইসিটি ইন্সপেকশন, ৮০টি শাখায় বিশেষ পরিদর্শন এবং প্রধান কার্যালয়ের ০৮টি বিভাগ বিশদ পরিদর্শন করেছে। আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক ১০৬টি শাখায় সারপ্রাইজ ভিজিট সম্পন্ন করেছে। এ ছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ইস্যুতে বেশ কিছু তদন্ত ও বিশেষ পরিদর্শন কার্য সম্পাদন করেছে। শাখায় আইসিটি অডিট ছাড়াও আইসিটি সংশ্লিষ্ট ২টি বিভাগ, এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম, ৬০টি এটিএম বুথের ক্যাশ ভেরিফাইসহ বেশ কিছু শাখায় এটিএম ডেবিট কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং এর উপর নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া ৪টি জোনাল অফিস এবং ট্রেনিং ইনিস্টিটিউটে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

এ বিভাগ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা/পরিদর্শন প্রতিবেদন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন/নিরীক্ষা প্রতিবেদনের পরিপালন প্রতিবেদন নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে থাকে। ডিভিশন ব্যাংকিং কর্মকান্ড, বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রা লেন-দেন ও বৈদেশিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং হিসাব তথা-অর্থ সংশ্লিষ্ট স্পর্শকাতর/সংবেদনশীল বিষয়গুলো মনিটরিং করে থাকে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর কর্মকান্ড ২০১৯:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ: বর্তমান যুগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সক্রিয় ব্যবহার ছাড়া ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনা অচিন্তনীয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্রমবর্ধমানভাবে উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, নতুনত্ব এবং প্রতিযোগিতামূলক একটি অমূল্য এবং শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়ে উঠেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে যুক্ত হতে এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি সময় বা দূরত্বের বাধাকে অতিক্রম করেছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ ব্যাংকিং সেবাকে আরো সহজ করে দিচ্ছে এবং দেশের মানুষের মাঝে ব্যাংকিং এর গ্রহণযোগ্যতা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।

সর্বোচ্চ ব্যাংকিং সেবা প্রদানের জন্য এফএসআইবিএল এর আইসিটি বিভাগ সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। আইসিটি বিভাগ ইতোমধ্যে এফএসআইবিএলএর সকল শাখাতে দ্রুতগতির ফাইবার, বেতার যোগাযোগ এবং ভূ-উপগ্রহ ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে ।

আইসিটি বিভাগ এর বিস্তারিত কর্মকাণ্ডঃ

১. **তিন স্তরীয় ডেটা সেন্টার স্থাপনঃ** ইতোমধ্যে আইসিটি বিভাগ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় তার নিজস্ব ভবনে তিন স্তরীয় ডেটা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে যেখানে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, তথ্য সংযুক্ততা, সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ডেটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা, এক্টিভ এপ্লিকেশন, ডেটাবেস, এটিএম, এস এম এস, মোবাইল ব্যাংকিং এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং সার্ভার রয়েছে। এফএসআইবিএল ডেটা সেন্টারটি ত্রুটি সহনশীল, যাতে খুব সহজেই উন্নীতকরণ, Patch installation এবং তত্ত্বাবধায়নসহ যেকোন কাজ করা যায় কোন ধরনের কর্মবিরতি ছাড়াই। এই ব্যবস্থা আমাদের গ্রাহকদের আরও উন্নত ও দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করেছে। বর্তমানে যেকোন ধরনের দূর্যোগ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ডেটা সেন্টার থেকে ডিজাস্টার রিকভারী সাইট এ ২৪/৭ ভিত্তিতে রিয়েল টাইম ডেটা অনুলিপি করা হচ্ছে। আইসিটি বিভাগ তার ডেটা সেন্টারটিতে Network Behavior Analyzer (NBA), Load Balancer, DDOS Protector, Firewall ইত্যাদির মতো কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য আনয়ন করেছে। ২০১৯ সালেস্ট্রাকচার্ড ক্যাবলিং এবং ডেটা সেন্টারের পাওয়ার সিস্টেমের ন্যূনতম ডাউনটাইম সহ সমস্ত শাখায় মিডিয়া ও টেলকো সহ ডেটা লিংক রিডানডেন্সির পুনঃব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

২. **কোর ব্যাংকিং ব্যবস্থাঃ** বিন্যস্ত ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে যেতে এবং দ্রুততর ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ICT বিভাগ ধীরে ধীরে বিন্যস্ত ব্যবস্থা থেকে কোর ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নিয়ে আসে। বর্তমানে এটা FSIBL এর গর্বের বিষয় যে, এর ১৮৪টি শাখা এখন কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার BANK ULTIMUS এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ তাৎক্ষনিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কোর ব্যাংকিং ব্যবস্থা একটি অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট গ্রাহক যে কোন শাখা থেকে কোন ঝামেলা ছাড়াই ব্যাংকিং সেবা গ্রহন করতে পারে। কোর ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে হিসাব খোলা, নগদ ও চেক জমা এবং উত্তোলন, এটিএম সেবা, রেমিট্যান্স সেবা, বিনিয়োগ, এসএমএস ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং প্রভৃতি অনেক সহজ হয়েছে। এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনামত যে কোন ব্যাংকিং সেবা মডিউল এতে সংযোজন করা যায়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাংকের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পর্ষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের তাৎক্ষনিক আর্থিক অবস্থা পর্যবেক্ষন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়েছে।

৩. **এসএমএস ব্যাংকিংঃ** আমাদের বর্তমান গ্রাহকদের জন্য আইসিটি ডিভিশন ইতোমধ্যে এসএমএস ব্যাংকিং সেবা শুরু করেছে । এই একই ডেলিভারী চ্যানেল দিয়ে আরও অধিক পরিমান সেবা প্রদানের প্রচেষ্টায় এফএসআইবিএল ইতিমধ্যে SSL Wireless Ltd. কে টেকনোলজি সলিউসন পার্টনার হিসাবে নির্ধারন করেছেন। বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা যেমন চেক বই রিকুইজিশন, ব্যালেন্স অনুসন্ধান, একাউন্ট স্টেটমেন্ট, ট্রানজেকশন এলার্ট এর মত আরও অধিক সেবা সমূহ গ্রাহক যেকোন সময় যেকোন স্থানে SMS এর মাধ্যমে জানতে পারবে। প্রতিটি লেনদেনের পরে গ্রাহকরা তার লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য এস এমএস মেসেজের মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছে-সাথে সাথে তার ব্যালেন্সের তথ্য সংযুক্ত থাকছে।

৪. **ইন্টারনেট ব্যাংকিংঃ** গ্রাহকদের উন্নতর সেবা প্রদান এর লক্ষ্যে FSIBL ২০১২ সালে ইন্টারনেট ব্যাংকিং পরিষেবা উদ্বোধন করেছে এবং গ্রাহকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যা ফান্ড ট্রান্সফার, ব্যালেন্স ইনকুয়ারী, একাউন্ট স্টেটমেন্ট, চেক বইয়ের স্ট্যাটাস, লাভ সম্পর্কিত স্ট্যাটাস ইত্যাদি সীমিত বৈশিষ্ট্য সহ কার্যকর করা হয়েছিল। আমাদের মূল্যবান ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রায় ১০ হাজার গ্রাহক ইতিমধ্যে এফএসআইবিএল ইন্টারনেট ব্যাংকিং পরিষেবাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং জনগণের বৃহত্তর স্তরে পৌঁছানোর পাশাপাশি তাদের প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটাতে এটি আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার জন্য এফএসআইবিএল-এর একটি মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫. **ডিজাস্টার রিকভারী সাইটঃ** প্রতিটি ব্যাংকের জন্য ডিজাস্টার রিকভারী সাইট হল ডেটা সেন্টারের পরিপূর্ণ ব্যাকআপ। যদি কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত দূর্ঘটনা ঘটে,তাহলে ডিজাস্টার রিকভারি সাইট থাকায় গ্রাহকের তথ্য সুরক্ষিত থাকবে। কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত দূর্ঘটনায়ও যদি হয়, ICT বিভাগ ডিজাস্টার রিকভারী সাইট এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করতে পারবে। এফএসআইবিএল তার ডিজাস্টার রিকভারী সাইট ৪ঠা জুন, ২০১৫ ইং তারিখে উদ্বোধন করেছে। উদ্বোধনের পরপরই আইসিটি ডিভিশন ডিজাস্টার রিকভারী সাইট থেকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

৬. **গ্রিন ব্যাংকিংঃ** বর্তমানে ব্যাংকিং ব্যবস্থা বলতেই একটি পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাকে বোঝায়। এটি আমাদেরকে পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিভিন্ন ধরনের স্মার্ট ব্যাংকিং পদ্ধতি যেমন ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, ইলেকট্রনিক স্টেটমেন্ট ইত্যাদি পদ্ধতিতে ব্যাংকিং কে উৎসাহিত করেছে। এফএসআইবিএল এই লক্ষ্যে ব্যাংকিং পদ্ধতিতে বিভিন নতুনত্ব যেমন পেপারবিহীন ব্যাংকিং এবং অন্যান্য উৎস থেকে শক্তি সংগ্রহ যেমন, সৌর শক্তির ব্যবহার ইত্যাদি পদ্ধতিতে আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে গ্রিন ব্যাংকিং এর চর্চা করছে।

৭. **আভ্যন্তরীন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টঃ** আইসিটি বিভাগের আভ্যন্তরীন সফটওয়্যার টিম এখন পর্যন্ত ২৬টি (ছাব্বিশ) ইন-হাউজ সফটওয়্যার যেমন আইএসএস রিপোর্টিং, পিএ ম্যানেজমেন্ট, বন্ড ম্যানেজমেন্ট, অনলাইন সিআইবি রিপোর্ট, ফরেন ম্যানেজমেন্ট, আইসিটি ইনভেন্টরি সিস্টেম ইত্যাদি তৈরী করেছে।। টিমটি বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিভিন্ন ধরনের রিপোর্টিং এর জন্য কাজ করে থাকে। সম্পূর্ণ টিমটি যাতে করে ডাটা ইন্টিগ্রিটি রক্ষণাবেক্ষণ করে সুচারুভাবে লেনদেন বজায় রাখার মাধ্যমে ব্যাংক তার খরচ কমাতে পারে এই উদ্দেশ্যে ইন-হাউস ডেভেলপমেন্টে কাজ করছে। বর্তমানে টিমটি ম্যানুয়েল হতে অটোমেশন পদ্ধতির পরিবেশ তৈরীতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৮. **ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণঃ** আইসিটি ডিভিশন তার নিজস্ব ডেভেলপমেন্ট টিম দ্বারা ওয়েবসাইটটি static হতে dynamic- এ উন্নীত করেছে। আমাদের নতুন গ্লোবাল ওয়েবপেজটি (www.fsiblbd.com) advanced dynamically secured এডমিন প্যানেল/ ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত একটি সম্পূর্ণ গতিশীল ওয়েবসাইট। এই সাইটটিতে ভিজিটররা ব্রাউজিং করে আমাদের ব্যাংকের সম্পূর্ণ অবস্থা বুঝতে পারে। আমরা ওয়েবসাইটটিতে সোশ্যাল মিডিয়া, যোগাযোগ এবং অভিযোগ ফর্ম, গুগল ম্যাপ অবস্থান ইনডিকেটর, ফর্ম ডাউনলোড, ব্যাংক সম্পর্কিত সর্বশেষ সংবাদ, ইন্টারনেট-ব্যাংকিং/মোবাইল ব্যাংকিং/ওয়েবমেইল লগইন লিংক ইত্যাদি একত্রিত করেছি।

৯. **নতুন আইটি ল্যাব স্থাপনঃ** বর্তমানে ব্যাংকিং খাতের প্রতিটি অংশে তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত সহায়তা প্রয়োজন। তাই, আইসিটি বিভাগ এফএসআইবিএলের আইটি এবং নন-আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড কর্মীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে এফএসআইবিএলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অন্তবর্তী আইটি ল্যাব প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইতোমধ্যে আইটি ল্যাব এ সফলভাবে কয়েকটি ইন-হাউস এবং আউটসোর্স প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পন্ন কর্মীদের আউটসোর্স প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যাতে তারা নন-আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড কর্মীদের উন্নোয়নের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

১০. **FSIBL CLOUDঃ** এফএসআইবিএলের আইসিটি বিভাগ সবসময় আধুনিকপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাংকিং সহজতর করতে এফএসআইবিএলের গ্রাহকদের আকর্ষণীয় এবং উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহন করার চেষ্টা করে। এর ধারাবাহিকতায়, এফএসআইবিএলের আইসিটি বিভাগ মূল্যবান ক্লায়েন্টের জন্য মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে যা ফান্ড ট্রান্সফার, পজ পেমেন্ট, মোবাইল রিচার্জ, ইউটিলিটি বিল পেমেন্টস এবং আরো অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্বলিত। এই অ্যাপ্লিকেশনটি FSIBL CLOUD হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে এফএসআইবিএল কে FSIBL CLOUD (মোবাইল অ্যাপ) সুবিধার অধীনে আনা হয়েছে এবং অতি শীঘ্রই এফএসআইবিএল এর কর্মকর্তা ও গ্রাহকদেরকে উল্লেখিত সেবা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১১. **FSIBL Yellow Pages:** আইসিটি বিভাগ FSIBL এর সকল কর্মীদের জন্য ইন-হাউস ভিত্তিক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেছে যা "FSIBL Yellow Pages" নামে পরিচিত। এটির মাধ্যমে সকল কর্মকর্তাদের অফিসিয়াল তথ্য অনান্য কর্মকর্তাদের সাথে আদান প্রদান করা সম্ভব হবে। বর্তমানে, FSIBLYellow Pages দ্বারা সকল কর্মকর্তা ও নির্বাহীদের তথ্য জানা সহজ হবে। নিকট ভবিষ্যতে, FSIBL এর কর্মকর্তাদের চেক/কার্ড প্রাপ্তি, ছুটি এবং অনান্য আরও ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা এই অ্যাপ্লিকেশনে চালু করা হবে।

১২. **এনপিএসবি এর মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তরঃ** এই NPSB (National Payment Switch Bangladesh) (জাতীয় পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ) পরিষেবা এর মাধ্যমে এক ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট / কার্ড থেকে অন্য ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট / কার্ডে তহবিল তাৎক্ষণিকভাবে স্থানান্তরের সুবিধা প্রদান করা হয়। এনপিএসবি এর মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর ফান্ড ট্রান্সফার (আইবিএফটি) প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হচ্ছে। একাউন্ট / কার্ড ধারক ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বর্তমানে অন্যান্য ব্যাংকগুলিতে তহবিল স্থানান্তর করতে পারেন।

১৩. আইসিটি বিভাগ এর অন্যান্য গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলীঃ

ক. ব্যাংক আলটিমাস এর নতুন সংস্করণ এর আপগ্রেডেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এখন ব্যাংক আলটিমাস ২.১.৬.২ সংস্করণটি হেড অফিস এবং সমস্ত শাখাগুলোতে চলছে।
খ. ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রয়োজনীয় প্রতিবেদনগুলি প্রতিনিয়ত কাস্টমাইজ করা হচ্ছে।
গ. BACH - II বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।
ঘ. অটোমেটেড এক্সচেঞ্জ পজিশন কার্যকর করা হয়েছে।
ঙ. EOD Process এর জন্য নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।
চ. ইউটিলিটি পরিষেবাসমূহের সাথে সাইট টু-সাইট VPN ইনস্টলেশন সম্পন্ন হয়েছে।
ছ. আধুনিক স্ট্রাকচার ক্যাবলিং সিস্টেম এবং নেটওয়ার্ক অবকাঠামো এর পাশাপাশি ফেস ডিটেকশন বায়ো-মেট্রিক অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেমের বাস্তবায়ন করে প্রধান কার্যালয়ের স্থানান্তর সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
জ. E-KYC পাইলট প্রকল্পটি সফলভাবে শেষ হয়েছে।
ঝ. ACCUITY ডাটাবেস সফলভাবে আমাদের কোর ব্যাংকিং সিস্টেমের সাথে সংযোগ করা হয়েছে।

১৪. প্রশিক্ষণ এবং অর্জনসমূহঃ এফএসআইবিএল আইসিটি বিভাগ আভ্যন্তরীনএবং শাখা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আসছে। এই প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলি সাধারণত আইসিটি ডিভিশন এর Lab, FSIBL প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণগুলি সাধারণত ICT (Information and Communication Technology), CARD and ADC, IT Security and Fraud Prevention, DC and DR Site Management, Protection against Cyber Attacks, IT VAPT in Banks, Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE) ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১০ (দশ) জন কর্মকর্তা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত RHCSA সার্টিফিকেট সফলভাবে অর্জন করেছেন এবং ০৭ (সাত) জন কর্মকর্তা RHCE সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন।

১৫. শাখা বর্ধিতকরনঃ ব্যাংক ২০১৯ সালে দেশের গুরত্বপূর্ণ বিভিন্ন বানিজ্যিক স্থানে ৭টি নতুন শাখা উন্মুক্ত করেছে এবং এতে মোট শাখার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮৪ টিতে। সব শাখা স্বয়ংক্রিয় ডুয়েল চ্যানেলের মাধ্যমে রিয়েল টাইম অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের জন্য ডাটা সেন্টারের সাথে যুক্ত হয়েছে। ২০১৯ সালে খোলা নতুন শাখাগুলি হ'ল-
পাটখেলঘাটা শাখা, খুলনা; রাউজান শাখা, চট্টগ্রাম; নোয়াপাড়া শাখা, সিলেট; কর্পোরেট শাখা, ঢাকা; ডাকবাংলা শাখা, খুলনা; শাহারাস্তি শাখা, চট্টগ্রাম; বদলগাছী শাখা, রাজশাহী।

গ্রীন বা পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং

পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং একটি নতুন মাত্রার ব্যাংকিং যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি মূখ্য চালক হিসেবে কাজ করছে। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ একে অপরের বিপরীত ধর্মী অথচ ঘনিষ্ট সম্পর্কিত। বস্তুত,এ'দুয়ের সমন্বয় একটি চ্যালেঞ্জিং ইস্যু। পরিবেশ বান্ধব পণ্য উদ্ভাবন ও তাতে বিনিয়োগ, পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচী চর্চা এবং এর জন্য সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ সবকিছু মিলিয়েই এই নতুন ধারার ব্যাংকিং।

পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং এর অংশ হিসেবে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আজকের ক্ষুদ্র একটি প্রয়াস গড়েদিতে পাওে আগামীদিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যত, একটি দূষণমুক্ত সবুজ পৃথিবী। এর ধারাবাহিকতায় ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন,বাজেট প্রণয়ন ও তার সদ্ব্যবহার, পরিবেশও সামাজিক ঝুঁকি নির্ণয় ও বিনিয়োগের সাথে এর একত্রীকরণ, পরিবেশ বান্ধব খাতে অর্থায়ন এবং ঝুঁকি তহবিলের সদ্ব্যবহারের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন কওে যাচ্ছে। তাছাড়া ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে "এফএসআইবিএল সবুজ উপকূল"এর মতো পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচী আয়োজন,পরিবেশ বান্ধব বিপণন, প্রশিক্ষণ, ও সক্ষমতা অর্জনের জন্য তহবিলের সদ্ব্যবহার,অনলাইন ব্যাংকিং, অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা পরিপালন, সর্বোপরি পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং এর প্রতিবেদন তৈরী ও প্রকাশকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) বিভাগ সাধারণত প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত সময়মত ও প্রতিনিয়ত ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে প্রদান করে থাকে।সার্বিকদক্ষতা, স্বচ্ছতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে সামগ্রিক কার্যাবলী ও সেবার মান বৃদ্ধির জন্য ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) বিভাগ কাজ করছে।

এই বিভাগ প্রত্যাহিক ব্যাংকিং ব্যবসায় যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাত করে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রয়োজন অনুযায়ীতা সরবরাহ করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা অনুযায়ী এমআইএস বিভাগ আইএসএস রিপোর্ট, এন্টারপ্রাইজ ডেটা ওয়্যার হাউস (ইডিডব্লিউ) এর আওতায় রেশনালাইজড ইনপুট টেমপ্লেট (আরআইটি),ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (ডিবিআই) এর টেমপ্লেট এবং অন্যান্য বিভাগের টেমপ্লেট বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব পোর্টালে আপলোড করে। এছাড়া এই বিভাগ তথ্যের স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করে। অধিকন্তু এই বিভাগ বিভিন্ন দিক বিবেচনায় রেখে অভ্যন্তরীণ ও ইসলামিক অর্থনীতিবিভাগ, বিআরপিডি, এবং অফ-সাইট সুপার ভিশন বিভাগের অধীনে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সেকশনে তথ্য সরবরাহ করে।

পেমেন্ট সিস্টেম ডিভিশন ও কার্যাবলী

আন্তঃব্যাংক লেনদেন ব্যবস্থা বা পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেম এর অবস্থান নগদ লেনদেনের পরেই অবস্থিত একটি পদ্ধতি, যা পন্য ও সেবার বিনিময়ের ফলে উদ্ভূত আর্থিক দায়বদ্ধতা নিষ্পত্তিতে ভূমিকা রাখে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন গ্রাহক আরেকজন গ্রাহক/ব্যবসায়ী অথবা অন্য একজন গ্রাহকের সাথে আর্থিক বিনিময় করে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে পারে।

দেশের ব্যাংকিং খাতের লেনদেন সমূহ দ্রুত, ঝুঁকিহীন ও সহজতর করার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত মুদ্রানীতির যথাযথ বাস্তবায়নে পেমেন্ট সিস্টেমস গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেম এর সহয়তায় আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা হয়, মুদ্রার গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে উন্নয়ন টেকসই হয়। একটি প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক উন্নত ও নিরাপদ পেমেন্ট সিস্টেমস, প্রচলিত মুদ্রার উপর জনসাধারণের আস্থার পাশাপাশি প্রচলিত ব্যয়সাপেক্ষ কাগুজে মুদ্রার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে ব্যয়সাশ্রয়ী ইলেক্ট্রনিক মুদ্রার প্রচলন ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করে।

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেম রেগুলেশনস ২০১৪ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এর জন্য একটি আইনী কাঠামোর খসড়া ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ এর ৭ (এ) (ই) ধারা অনুযায়ী এব্যবস্থার মাধ্যমে ২৬ জুলাই ২০১২ পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট গঠিত হয়। পূর্বে এই ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশ ব্যাংক এর কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট এবং পেমেন্ট সিস্টেম বিভাগের আওতায় ছিল। দেশের ব্যাংকিং খাতের লেনদেনসমূহ দ্রুত, ঝুঁকিবিহীন ও সহজতর করার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের ধারাবাহিক উন্নয়নে আধুনিক স্বয়ংক্রীয় পেমেন্ট সিস্টেম এর প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এই সিস্টেম এর উন্নয়ন, আধুনিকায়ন, ঝুঁকি হ্রাস ও নিরাপত্তা বিধানে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক ইলেকট্রনিক ভিত্তিক এ ব্যবস্থা প্রসারের ফলে একদিন যেমন গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি অপরদিকে ব্যবসা বাণিজ্যও ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর পেমেন্ট সিস্টেম ডিভিশন এর শুরু:

মানবসম্পদ বিভাগ, প্রধান কার্যালয় এর ২০১৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী তিনটি পৃথক ইউনিট ব্যাচ, বিইএফটিএন এবং আরটিজিএস নিয়ে পেমেন্ট সিস্টেম ডিভিশন গঠিত হয়। এটি প্রধান কার্যালয়ের অধীনে একটি পৃথক বিভাগ হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং এর অবস্থান ২৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।

ইলেক্ট্রনিকপেমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেম:

আমাদের দেশের মানুষ প্রধানত নগদ লেনদেনে অভ্যস্ত। বেশিরভাগ খুচরা লেনদেন নগদে সম্পন্ন হয়। কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি চেক ব্যবহার করেন। জনপ্রিয় ইলেক্ট্রনিক লেনদেনের মাধ্যম হল ব্যাচ, বিইএফটিএন এবং আরটিজিএস। বর্তমানে আমাদের ব্যাংকের ইলেক্ট্রনিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রচলিত মাধ্যমগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল:

বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস):

দেশের প্রচলিত চেক ক্লিয়ারিং পদ্ধতিকে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস) ২০১০ সালে যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস) একদিনের মধ্যে আন্তঃব্যাংক লেনদেন সম্পন্ন করে থাকে। বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস) এর প্রক্রিয়া ২টি ধাপে সম্পন্ন হয়, এগুলো হচ্ছে হাই ভ্যালু (৫,০০,০০০টাকা বা তদুর্ধ) এবং রেগুলার ভ্যালু ।

শুরুতে কোন চার্জ ছিল না, কিন্তু ২০১২ সাল থেকে এই পরিসেবার জন্য চার্জ ধার্য করা হয়। এটি গ্রাহকের হিসাব থেকে ডেবিট করে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং উপস্থাপনকারী ব্যাংকের মধ্যে নিম্নলিখিত হারে বন্টন করা হয়:

সেশন	তফসিল ব্যাংক	বাংলাদেশ ব্যাংক	ভ্যাট	সর্বমোট টাকা
হাই ভ্যালু	৮.৫০	৫০.০০	১.৫০	৬০ .০০
রেগুলার ভ্যালু	১.৭০	৮.০০	০.৩০	১০.০০
রেগুলার ভ্যালু (৫ লাখ এর উপরে)	৪.২৫	২০.০০	০.৭৫	২৫.০০
৫০,০০০ টাকা মূল্যমানের নিচে চেকের ক্ষেত্রে কোন চার্জ লাগে না।				

মাসিক গড় লেনদেন বিএসিপিএস ২০১৯			
ইনওয়ার্ড		আউটওয়ার্ড	
চেক নাম্বার	টাকা (কোটি)	চেক নাম্বার	টাকা (কোটি)
২৯০৭০	৭৩৩২	২৮০১৯	৭৪৪৭

বিএসিপিএস এর মাধ্যমে গড়ে প্রতিদিন ১৬৬০টি চেক লেনদেন হয়ে থাকে যার মুল্য প্রায় ৬৭১ কোটি টাকা।বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস) এর প্রক্রিয়াকে গতিশীল এবং যুগোপযোগী করার জন্য ব্যাচ সিস্টেম এর আপডেট ভার্সন ব্যাচ-২চলতি বছরেস্থাপিত হয়েছে এবং বর্তমানে এরকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।২০১৯ সালের অক্টোবার মাসের ২৪ তারিখে ব্যাচ-২ লাইভ অপারেশনে গিয়েছে, যার মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রার চেকের পাশাপাশি খুব শীঘ্রই বৈদেশিক মুদ্রার চেকও লেনদেন করা যাবে।

বিইএফটিএন (বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক):

২০১১ সালে আন্তঃব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেশে প্রথমবারের মত ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার পদ্ধতির প্রচলন করা হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রেডিট এবং ডেবিট উভয় ধরনের লেনদেনই সম্পাদন করা হয়। বিইএফটিএন ফান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতি হচ্ছে একটি নির্দেশনাভিত্তিক নিরাপদ আন্তঃব্যাংক অর্থ স্থানান্তর পদ্ধতি। বিইএফটিএন এর মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক লেনদেনে কোনরূপ চার্জ নেই।এই ব্যবস্থাটি একই সাথে অনেক লেনদেন সম্পাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এর মাধ্যমে পরিশোধিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে, সরকার এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ সরাসরি এর সুবিধাভোগীদের হিসাবে প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ইএফটিএন ক্রেডিট লেনদেন:

ইএফটিএন ক্রেডিট লেনদেনে গ্রাহক তার/কোম্পানী হিসাব ডেবিট করে অন্য ব্যাংকের গ্রাহক/কোম্পানীর হিসাবে টাকা পাঠাতে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। ক্রেডিট লেনদেনের মধ্যে বেতন/ভাতা প্রদান, ডিভিডেন্ট/ইন্টারেস্ট/রিফান্ড ওয়ারেন্ট পেমেন্টসহ দেশের অভ্যন্তরে সবধরনের আন্তঃব্যাংক অর্থ স্থানান্তর সম্ভবপর হয়।

ইএফটিএন ডেবিট লেনদেন:

ইএফটিএন ডেবিট লেনদেনে গ্রাহক অন্য ব্যাংকের গ্রাহক/কোম্পানীর হিসাব ডেবিট করে তার/কোম্পানী হিসাবে টাকা আনয়ন করতে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে শুধুমাত্র কোম্পানী হিসাবধারীরাই ডেবিট লেনদেনের নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। ডেবিট লেনদেনের মাধ্যমে ইউটিলিটি বিল, ঋনের কিস্তি, বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদি আদায় করা সম্ভবপর হয়। বিইএফটিএন প্রচলিত কাগুজে অর্থ স্থানান্তর পদ্ধতিকে রদ করে দ্রুত ও দক্ষভাবে আন্তঃব্যাংক ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সহজতর করে। বিইএফটিএন টিম কেন্দ্রীয় ভাবে ইনওয়ার্ড ইএফটি লেনদেন সম্পন্ন করে থাকে। ইনওয়ার্ড ইএফটি লেনদেনের মধ্যে আছে বৈদেশিক এবং আন্তঃব্যাংক রেমিটেন্স সমুহ। বিইএফটিএন টিম বৈদেশিক রেমিটেন্স আমাদের আন্তর্জাতিক বিভাগ হতে গ্রহন করে এবং বিইএফটিএন প্রক্রিয়া এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক এর মাধ্যমে অন্য ব্যাংকের হিসাবধারীর নিকট প্রেরণ করে। বর্তমানে ইএফটি লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২৪ ঘন্টায় ২টি সেশন চালু করেছে।

কোম্পানীসমুহ হতে বিদেশি রেমিটেন্স গ্রহন করা হয়	ডিভিডেন্ট পরিশোধ করা হয়	অন্যান্য সেবাসমুহ
ইতালি এক্সচেঞ্জ হাউজ আল মুজাইনি ট্রান্সফাস্ট ব্র্যাকসাজন এক্সপ্রেস মানি প্লাসিড	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড (এফএসআইবিএল) নর্দার্ন জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এস. আলম কোল্ড রোল্ড স্টিল মিলস লিমিটেড	শেয়ার বিক্রয়: আলহাজ্ব সিকিউরিটিজ ও রেপিড সিকিউরিটিজ কামরুন্নেসা উচ্চ বিদ্যালয় এর বেতন ব্যানবেইস (বাংলাদেশ বুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এন্ড স্টাটিসটিক্স) এর অবসর সুবিধা এবং শিক্ষকদের জন্য কল্যান ফান্ড সন্ধানি লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড (লভ্যাংশ পরিশোধ)

ইএফটি (২০১৯)এর মাধ্যমে প্রতি দিন নিম্নবর্নিত সংখ্যার লেনদেনসমুহ প্রক্রিয়া করা হয়:

এফএসবিএল এর গড় লেনদেন এর সংখ্যা (ইনওয়ার্ড এবং আউটওয়ার্ড)	এফএসঅইবিএল এর প্রতিদিন গড় কোটি টাকা লেনদেন
৩৫০০ টি	১২ কোটি

বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস) এর প্রক্রিয়াকে গতিশীল এবং যুগোপযোগী করার জন্য ব্যাচ সিস্টেম এর আপডেট ভার্সন ব্যাচ-২ চলতি বছরের ২৪ শে অক্টোবার স্থাপিত হয়েছে এবং বর্তমানে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।ব্যাচ-২ এর মাধ্যমে বিইএফটিএন এ বৈদেশিক মুদ্রাও লেনদেন করা যাবে এবংবিইএফটিএন লেনদেনে একের অধিক সেশন চালু হওয়ায়, দিনের মধ্যে লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম সহজলভ্য করার লক্ষ্যে FSIBL-CLOUD নামে একটি মোবাইল অ্যাপস চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে গ্রাহক ঘরে বসে নিজেরা বিইএফটিএন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফান্ড ট্রান্সফার, ঋনের কিস্তি, ক্রেডিট কার্ড বিল ইত্যাদি প্রদান করতে পারবেন।

বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (বিডি- আরটিজিএস):

বিডি- আরটিজিএস হল একটি আন্ত- ব্যাংক ফান্ড স্থানান্তর নেটওয়ার্ক যেখানে ফান্ডসমুহ রিয়েল টাইমে এবং গ্রস সেটেলমেন্ট হিসাবে এক ব্যাংক হতে অন্য ব্যাংককে স্থানান্তর হয়। রিয়েল টাইম সেটেলমেন্ট অর্থ হল লেনদেন কোন সময়ের উপর নির্ভরশীল নয়, তৎক্ষনাৎ টাকা স্থানান্তর হয়। গ্রস সেটেলমেন্ট অর্থ হল প্রতিটা লেনদেন পৃথকভাবে সম্পন্ন হয়। বিডি- আরটিজিএস পদ্ধতিতে হাই ভ্যালুতে (১,০০,০০০ টাকা অথবা তদূর্ধ) টাকা স্থানান্তর করা যায়।

এই পদ্ধতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কোন চার্জ গ্রহন করে না কিন্তু উপস্থাপনকারী ব্যাংক সর্বোচ্চ টাকা ১০০/- গ্রাহকের হিসাব হতে চার্জ হিসেবে গ্রহন করে। এই পদ্ধতি ব্যাবহার করে গড়ে প্রতিদিন ২৬৬ টি লেনদেন সংগঠিত হয় যার মুল্যমান ১০.০০/- কোটি টাকা। ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে সরকারি বিল এবং বন্ড ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

এফএসআইবিএল আরটিজিএস কার্যক্রমসমুহ:

শুরু থেকেই আরটিজিএস কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের ব্যাংকের ১৮৪টি শাখাই আরটিজিএস লেনদেনের আওতাভুক্ত এবংকেন্দ্রীয় আরটিজিএস টীমের সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে এই লেনদেন সম্পাদন করা হয়। যে কোন লেনদেন রিটার্ন হলে তা ৩০ মিনিট এর মধ্যে সমাধান হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহ এবং গ্রাহক তার ব্যক্তিগত হিসাব থেকে আরটিজিএস এর মাধ্যমে টাকা তার প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানান্তর করতে পারে।এই পদ্ধতি ব্যবহার করে কাস্টমস ডিউটি প্রদান করা যায়। সকল তফসিলি ব্যাংক এই পদ্ধতি ব্যবহার করে সোনালী ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয়ে কাস্টমস ডিউটি পাঠাতে পারে। এছাড়া, ব্যাংকিং কার্যক্রম সহজলভ্য করার লক্ষ্যে FSIBL-CLOUD নামে একটি মোবাইল অ্যাপস চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে গ্রাহক ঘরে বসে নিজেরা আরটিজিএস লেনদেন করতে পারবেন।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ঝুঁকি যেমন অশনিসংকেত তেমনি একটি সুযোগও বটে। একুশ শতকের প্রথম দশকে বিশ্বের অনেক অঞ্চলে আর্থিক সেবা শিল্প অর্থ বাজারে উত্থান-পতন ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল। যদিও অধিকাংশ আর্থিক প্রতিষ্ঠান এতে টিকে থাকতে ও তাল মেলাতে সক্ষম হয়েছিল, কিছু বিখ্যাত ও সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানসহ অনেকেই তা করতে পারেনি। যারা টিকে ছিল এবং যারা পারেনি তাদের মধ্যে মূল পার্থক্য ছিল 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা'।

ঝুকি হলো সম্ভাব্য কোনো অনিশ্চয়তা, ঘটনা, ক্রিয়া বা নিষ্ক্রিয়তা যা কোনো কিছুর সাংগঠনিক উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের ক্ষমতাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হলো সম্পদের সমন্বিত ও মিতব্যয়ী প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক ঝঁকিসমূহ কার্যকরী ও ফলপ্রসূভাবে চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন এবং নিয়ন্ত্রণ বা হ্রাস করার একটি প্রক্রিয়া। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই মূল বিষয় এবং ঝুঁকি প্রোফাইলকে প্রভাবিত করে এমন সবকিছুই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাজটি সব ব্যাংকেই একই রকম হওয়ার প্রয়োজন নেই।

যা আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর ব্যাংকিং খাতই সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। ঝুকি ব্যবস্থপনা হলো মুনাফা করার উদ্দেশ্যে সুচিন্তিতভাবে ঝুকি গ্রহণ করা। ঝুকি ও পুরস্কারের মধ্যে ট্রেড অফ বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে ঝুকি ব্যবস্থাপনা দরকার হয়। ঝুকি গ্রহন করা ব্যাংকিং ব্যবসায়ের একটি অন্তর্নিহিত উপাদান এবং লাভের অংশ হলো এই ঝুকি গ্রহনের পুরস্কার। নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ভালো তথ্যের সমন্বয় এবং বাজার দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সক্ষম বা সন্তোষজনক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা সর্বদাই পরিবর্তনশীল।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত 'ব্যাংকসমূহের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা' অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ কর্মকর্তা ও নির্বাহীদের নিয়ে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এজন্য একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ' গঠন করে। ব্যাংকে দুই ধরনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে ঃ পর্ষদ পর্যায় ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়।

'পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি'তে চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন ব্যাংকের একজন সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান এবং সদস্য হিসেবে আছেন দু'জন পরিচালক। এই কমিটি ব্যাংকের ঝুঁকি গ্রহণ ক্ষমতা নির্ধারন করে, ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি পর্যালোচনা ও অনুমোদন করে, পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমান রাখা ও প্রতিবেদন প্রক্রিয়া কার্যকর ও প্রয়োগ করে এবং ব্যাংকের সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিপালন তদারকি করে।

একজন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালককে চেয়ারম্যান করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'নির্বাহী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি' রয়েছে। এই কমিটি মূলধন অনুপাত ও মূলধন মিশ্রণ এর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে, স্থিতিপত্র ও তহবিল কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যবসায় ইউনিট সমূহের জন্য ঝুঁকি নীতি প্রণয়ন করে, সার্বিক বিনিয়োগ কৌশল নির্ধারন করে এবং ব্যাংকের বর্তমান ও সম্ভাব্য পরিচালন ঝুঁকি নিয়াঁমক সমূহ চিহ্নিত করে তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করে। অন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি ALCO (Asset Liability Management Committee) ব্যাংকের বাজার ঝুঁকি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগকে আটটি ভিন্ন ডেস্ক নিয়ে সাজানো হয়েছে যেগুলো ব্যাংকের কোর ফাংশানাল এরিয়াসমূহকে কাভার করে যেমন ইনভেস্টমেন্ট ডেস্ক, ফরেন এক্সচেঞ্জ ডেস্ক, এসেট ম্যানেজমেন্ট লাইবিলিটি ডেস্ক, আই.সি. এন্ড সি. ডেস্ক, স্ট্রেস টেস্টিং ডেস্ক, এ.এম.এল. এন্ড সি.এফ.টি ডেস্ক, ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট ডেস্ক এবং আইসিটি ডেস্ক।

এই বিভাগ মাসিক এবং ষান্মাসিক 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন' প্রস্তুত করে যা মাসিক ও ষান্মাসিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি সভাতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয় এবং সভার কার্যবিবরণীসহ এতদনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করা হয়। ব্যাংকের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে এমন একটি 'ঝুঁকি বিশ্লেষণমূলক বিবরণী' উক্ত মাসিক এবং ষান্মাসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করা হয়। এই বিভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক বার্ষিক ICAAP প্রতিবেদন প্রস্তুত করে যা পর্ষদ সভায় গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয় এবং পর্ষদ কর্তৃক যথাযথ অনুমোদনের পর প্রতি বছর ৩১ মে এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালককে চেয়ারম্যান করে গঠিত ১২ সদস্য

বিশিষ্ট SRP Team বাংলাদেশ ব্যাংকের SREP Team এর সাথে উক্ত ICAAP প্রতিবেদন এবং Supplimentary Documents এর ভিত্তিতে ব্যাংকের পর্যাপ্ত মূলধন নিরূপণের জন্য সংলাপে অংশগ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে Stress Testing Report প্রস্তুত করা হয় যা পর্ষদ সভায় গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয় এবং পর্ষদ সভা কর্তৃক যথাযথ অনুমোদনের পর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত 'ব্যাংকসমূহের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা' অনুসরণ করে এই বিভাগ প্রস্তুত করেছে 'ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৫'। পরবর্তীতে ০৮ অক্টোবর, ২০১৮ সালের DOS সার্কুলার নং ০৪, বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশোধিত Core Risk Management Guidelines এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত অন্যান্য নির্দেশিকাসমূহ অনুসরণ করে এই বিভাগ উক্ত নির্দেশিকাটির হালনাগাদকৃত Comprehensive Risk Management Guidelines of FSIBL, March ২০১৯ প্রণয়ন করেছে। ৩১.১২.২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রেটিংয়ে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুসরণ ও পরিপালনের মাধ্যমে ব্যাংকের আসন্ন এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি সমূহ খুজে বের করতে এবং তা কাটিয়ে উঠতে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ সদা তৎপর।

সিএমএসএমই (কটেজ, মাইক্রো, স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ) কার্যক্রমঃ

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Small & Medium Enterprise) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশে বিরাজমান প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি, আয়ের বৈষম্য দূরীকরণ এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক গতিশীলতা আনয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারী অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমান সরকার তথা বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর সিএমএসএমই খাতে বিনিয়োগ কার্যক্রম সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৯ইং সালে সিএমএসএমই খাতে ক্রমপুঞ্জিভূত বকেয়া বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৳৩,৫১৩.৩২ কোটি টাকা। সিএমএসএমই খাতে বিতরণকৃত বিনিয়োগের পরিমাণকে বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্লাস্টার ভিত্তিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য সাভারে মাশরুম চাষ, মাধবদীতে কাপড় তৈরি, পটিয়াতে লবণ চাষ এবং কক্সবাজারে শুটকী মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে ইতোমধ্যে বিনিয়োগ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া বংশালে হালকা প্রকৌশল এবং নারায়ণগঞ্জে হোসিয়ারী খাতে ক্লাস্টার বিনিয়োগ বিতরণের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় এসএমই কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ ও বেগবান করার লক্ষ্যে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের ব্যাংক এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, এসএমই মেলা, নারী উদ্যোক্তা মেলা, পণ্য প্রদর্শনী মেলাসহ এসএমই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে।

নারী উদ্যোক্তা

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বেশি নারী। এই বিশাল কর্মহীন নারী সমাজকে কাজের সুযোগ করে দিতে পারলে একদিকে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটবে এবং পাশাপাশি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের ভাগ্যোন্নয়নসহ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে। এই প্রেক্ষিতে শহর ও গ্রামের নারীদের অর্থায়নের কাজে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করার জন্য ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগ প্রদানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে। এছাড়াও আমাদের ব্যাংক নারী উদ্যোক্তাদেরকে অধিকতর সহযোগিতা এবং সিএমএসএমই খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রামের কাজীর দেউরীতে ও পটিয়াতে দুইটি মহিলা শাখা খোলা হয়েছে।

ব্যাংকের নারী উদ্যোক্তা খাতে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৮ইং সালে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৳১৩৩.৭৩ কোটি টাকা, যা ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৯ইং সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়াঁয় ৳১৪৭.৫৫ কোটি টাকা। নারী উদ্যোক্তা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ছাড়াও ব্যাংকের নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা সম্পর্কে গ্রাহকদের অবহিত করতে আমাদের ব্যাংক বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। বিগত বছরগুলোর ন্যায় ২০১৯ইং সালেও আমাদের ব্যাংক ব্যাংকার-এসএমই নারী উদ্যোক্তা সমাবেশ ও পণ্য প্রদর্শনী মেলায় সফলভাবে অংশ গ্রহণ করে উপস্থিত প্রধান অতিথির মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদেরকে সরাসরি ডামি চেক প্রদান করে করেছে।

কৃষি খাতে বিনিয়োগঃ

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত হচ্ছে কৃষি। ২০১৮ সালের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য মতে, কৃষির প্রধান খাত (শস্য, পশু পালন, মাছ চাষ ও পোল্ট্রি খাত) দেশের জিডিপিতে এর অবদান ১৪.২৩ শতাংশ এবং কৃষিতে মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬২ ভাগ নিয়োজিত থাকে। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে যেমন-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় এই খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এমনকি পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায়ও কৃষির ভূমিকা ব্যাপক। এরই ধারাবাহিকতায়, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ ব্যাংকের শুরু থেকেই কৃষি খাতে কৃষি বিনিয়োগ বিতরণ করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। বিগত ২০১৮-২০১৯ইং অর্থবছরে আমাদের ব্যাংক ৳৪৪৫.৪৭ কোটি টাকা কৃষি বিনিয়োগ বিতরণ করেছে, যা পূর্ববতী বছরের বিতরণের চেয়ে ৫১% বেশি ছিল। আমাদের ব্যাংক শস্য, মৎস্য, পশুপালন, ডেইরি, পোল্ট্রি, মাশরুম চাষ, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং সেচ যন্ত্রপাতি খাতে কৃষি বিতরণের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শক্রমে আমাদের ব্যাংক উচ্চ মূল্য ফসল খাতে (যথা-ডাল, তৈলবীজ, মশলা ও ভুট্টা জাতীয়) ৪% রেয়াতি মুনাফায় বিনিয়োগ বিতরণ সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখছে।

ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী) কর্তৃক ২০১৯ সালের প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার বিবরণঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	কর্ম দিবস সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	ট্রেইনি জুনিয়র অফিসারদের ৪৬তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	২৫ দিন	৩৮
০২	লিডারশীপ ও শাখা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা	০১ দিন	৪৫
০৩	আইসিএন্ডসি, এএমএল ও সিএফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১ দিন	৫০
০৪	ক্যাশ অফিসারদের ২৯তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	১০ দিন	৪৮
০৫	ক্যাশ অফিসারদের ৩০তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	১০ দিন	৪৭
০৬	সাধারন ব্যাংকিং কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩ দিন	৩৮
০৭	আইসিটি এন্ড অলটারনেটিভ ডেলিভারী চ্যানেল বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪ দিন	৪৫
০৮	ফরেন এক্সচেঞ্জ এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফাইন্যান্সিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮ দিন	৩৮
০৯	ইন্টারনাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং বিষয়ক কর্মশালা	০১ দিন	৪১
১০	এসএমই বিনিয়োগ বিষয়ক কর্মশালা	০১ দিন	৫০
১১	ফরেন এক্সচেঞ্জে রিপোর্টিং এ সাধারন ভুল ও অনিয়ম বিষয়ক কর্মশালা	০১ দিন	৪৫
১২	আইসিটি এন্ড অলটারনেটিভ ডেলিভারী চ্যানেল বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৪ দিন	৫৩
১৩	ইন্টারনাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং বিষয়ক কর্মশালা	০১ দিন	৪৬
১৪	ইন্টারনাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং বিষয়ক কর্মশালা	০১ দিন	৪৬
১৫	ট্রেইনি এসিসটেন্ট অফিসারদের ৪৭তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	২৫ দিন	৩৭
১৬	অটোমেটেড ডেইলি এক্সচেঞ্জ পজিশন বিষয়ক কর্মশালা	০১ দিন	৪৫
১৭	ব্যাচ -২ (সিপিএস এন্ড বিইএফটি) বিষয়ক কর্মশালা	০১ দিন	১২৩
১৮	এসএমই বিনিয়োগ বিষয়ক কর্মশালা	০১ দিন	৫০
১৯	ট্রেইনি জুনিয়র অফিসারদের ৪৮তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	২৪ দিন	৩৪
২০	প্রাক-ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০ দিন	৩৬
২১	ট্রেইনি এসিসটেন্ট অফিসারদের ৪৯তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	২০ দিন	৪১
২২	ইনভেস্টমেন্ট ক্লাসিফিকেশন বিষয়ক কর্মশালা	০১ দিন	৪২
২৩	ইনভেস্টমেন্ট ক্লাসিফিকেশন বিষয়ক কর্মশালা	০১ দিন	৪১
২৪	ক্যাশ অফিসারদের ৩১তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	১০ দিন	৪৯
২৫	আইসিটি অফিসারদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	১৪ দিন	২৯
২৬	সাধারন ব্যাংকিং কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ (চট্টগ্রাম)	৫ দিন	৫৫
২৭	ক্যাশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (চট্টগ্রাম)	৩ দিন	৫৩
২৮	আইসিটি এন্ড অলটারনেটিভ ডেলিভারী চ্যানেল বিষয়ক প্রশিক্ষণ (চট্টগ্রাম)	৪ দিন	৫৬
২৯	বিনিয়োগ কার্যপ্রণালী বিষয়ক প্রশিক্ষণ (চট্টগ্রাম)	৫ দিন	৫৬
৩০	ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড, পেমেন্ট ও ফাইন্যান্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ (চট্টগ্রাম)	৫ দিন	৫৪
৩১	এসএমই বিনিয়োগ বিষয়ক কর্মশালা (চট্টগ্রাম)	২ দিন	৫৫
৩২	ইন্টারনাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং বিষয়ক কর্মশালা (চট্টগ্রাম)	১ দিন	৬১
৩৩	এসএমই বিনিয়োগ বিষয়ক কর্মশালা (চট্টগ্রাম)	২ দিন	৫৬
৩৪	এএমএলডি বিষয়ক কর্মশালা (চট্টগ্রাম)	১ দিন	১৯
৩৫	ব্যাচ -২ (সিপিএস এন্ড বিইএফটি) বিষয়ক কর্মশালা (চট্টগ্রাম)	১ দিন	৫৬
৩৬	সাধারন ব্যাংকিং কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ (চট্টগ্রাম)	৫ দিন	৫৬
৩৭	বিনিয়োগ কার্যপ্রণালী বিষয়ক প্রশিক্ষণ (চট্টগ্রাম)	৫ দিন	৫৬
৩৮	এএমএলডি বিষয়ক কর্মশালা (চট্টগ্রাম)	১ দিন	৬৩
৩৯	আইসিটি এন্ড অলটারনেটিভ ডেলিভারী চ্যানেল বিষয়ক প্রশিক্ষণ (চট্টগ্রাম)	৪ দিন	৬০
৪০	ক্যাশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (চট্টগ্রাম)	৩ দিন	৪৭
৪১	ইনভেস্টমেন্ট ক্লাসিফিকেশন এন্ড এক্সারসাইজ বিষয়ক কর্মশালা (চট্টগ্রাম)	২ দিন	৫৬
৪২	ইসলামী ব্যাংকিং এ শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স বিষয়ক কর্মশালা (চট্টগ্রাম)	১ দিন	৫৬
৪৩	আইসিটি এন্ড অলটারনেটিভ ডেলিভারী চ্যানেল বিষয়ক প্রশিক্ষণ (খুলনা)	৪ দিন	৪৯
৪৪	ইন্টারনাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং বিষয়ক কর্মশালা (খুলনা)	১ দিন	৪৬
৪৫	বিনিয়োগ কার্যপ্রণালী বিষয়ক প্রশিক্ষণ (খুলনা)	৬ দিন	৩০
৪৬	এএমএলডি বিষয়ক কর্মশালা (খুলনা)	১ দিন	৫০
৪৭	বিনিয়োগ কার্যপ্রণালী বিষয়ক প্রশিক্ষণ (রাজশাহী)	৬ দিন	২৬
৪৮	এএমএলডি বিষয়ক কর্মশালা (রাজশাহী)	১ দিন	৩৪

বোর্ডের উপ-কমিটিসমুহ

পরিচালনা পর্ষদের নিম্নলিখিত তিনটি উপ-কমিটি আছে ঃ

নির্বাহী কমিটি

বোর্ডের ৪ জন সদস্যের সমন্বয়ে নির্বাহী কমিটি গঠিত। তারা ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ব্যাংকে কার্যকর ভাবে পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য, কৌশল এবং সার্বিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নির্ধারণের মাধ্যমে কমিটি যথাযথভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে থাকে। ২০১৯ সালে নির্বাহী কমিটির ২ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অডিট কমিটি

বোর্ডের ৩ জন সদস্যের সমন্বয়ে আডিট কমিটি গঠিত। কমিটি আর্থিক প্রতিবেদন প্রদানের প্রক্রিয়া, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রদান পদ্ধতি, ঝুকি ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষা প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রক্রিয়া, বিভিন্ন আইন ও বিধি বিধানের পরিপালন এবং ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত বিধান পর্যালোচনা করে থাকে। ২০১৯ সালে অডিট কমিটির ৫ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত বি আর পি ডি সার্কুলার নং ১১, তারিখ ২৭ অক্টোবর ২০১৩ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে ৩ জন সদস্যের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি ব্যাংকের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করতে এবং তা দূরীভূত করার পন্থা অবলম্বনের নিমিত্তে প্রতিবছর কমপক্ষে ৪ টি সভায় মিলিত হবে। উল্লেখ্য যে, কমিটি ২০১৯ সালে ৪ টি সভা সম্পন্ন করেছে।

অন্যান্য কমিটিসমূহ

ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সহযোগিতা করার জন্য পরিচালনা পর্ষদ দক্ষ ও যোগ্য ব্যবস্থাপনা সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গড়ে তুলেছে কতিপয় কমিটি। উল্লেখযোগ্য কমিটিগুলো হচ্ছে সিনিয়ার ম্যানেজমেন্ট টিম (SMT), অ্যাসেট-লায়াবিলিটি কমিটি (ALCO) ও বিনিয়োগ কমিটি (Investment)। ব্যবস্থাপনা পরিচালককের নেতৃত্বে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, এসইভিপি, ইভিপি, এসভিপি, ভিপি, এফভিপি এবং বিভিন্ন পর্যায়ের অন্যান্য নির্বাহীবৃন্দের সমন্বয়ে কমিটিগুলো গঠন করা হয়েছে।

যে কোন বিষয়ের অনুমোদন বা সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপনের পূর্বে সিনিয়ার ম্যানেজমেন্ট টিম তা সূক্ষভাবে বিশ্লেষন করে থাকে । স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী তারল্য ব্যবস্থাপনা ও পর্যাপ্ত পরিমান তারল্যের নিশ্চিত করনের দায়িত্ব অ্যাসেট-লায়াবিলিটি কমিটি পালন করে থাকে। বিনিয়োগ কমিটি বিনিয়োগ প্রস্তাবসমুহ পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপনের জন্য বিস্তারিত পর্যালোচনা করে থাকে।

ট্রেজারী অপারেশন ও তহবিল ব্যবস্থাপনা

ব্যাংকের তহবিল সুসংহতকরণ এবং প্রয়োজনীয় তারল্য বজায় রেখে তহবিল বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংকের সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা ট্রেজারী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। ক্রমবর্ধমান আর্থিক ঝুঁকির কারণে ট্রেজারী অপারেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং চ্যালেঞ্জিং হয়েছে। সেকারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যাংক এবং নিয়ন্ত্রকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দক্ষতার সাথে ট্রেজারী পরিচালনা করার জোর তাগিদ প্রদান করা হয়। ট্রেজারী কার্যক্রম দক্ষ ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য ট্রেজারীকে ফ্রন্ট অফিস, মিড অফিস ও ব্যাক অফিসে বিভক্ত করা হয়। ট্রেজারী বিভাগ নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সিআরআর, এসএলআর বজায় রাখা ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়, ইসলামী আন্তঃব্যাংক তহবিল মার্কেটের কার্যক্রম এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রনকারী কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা

সম্পদ দায়বদ্ধতা পরিচালন (এএলএম) ব্যাংক পরিচালনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ব্যালান্স শিট ব্যবস্থাপনার জন্য এটি একটি কাঠামোগত এবং প্রক্রিয়াগত পদ্ধতি। আমাদের ব্যাংকের সম্পদ ও দায়বদ্ধতা কমিটি (এলকো) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সভাপতিত্বে উর্দ্ধতন নির্বাহীদের সমন্বয়ে গঠিত এবং ট্রেজারী বিভাগের প্রধান এই কমিটির সদস্য সচিব যেখানে বিশ্লেষন, পর্যালোচনা এবং পরিচালনার কৌশল নির্ধারণের জন্য প্রতি মাসে একবার এবং বিশেষ প্রয়োজনে এলকো সভার আয়োজন করা হয়। ট্রেজারী ডিভিশন কর্তৃক ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যালান্স শিট বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ধরণের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ এলকো সভায় উত্থাপন করা হয়। এলকো রেগুলেটরি পরিপালণের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের ব্যালান্সশিট যেমন তারল্যের প্রয়োজনীয়তা, সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা, আমানত ও বিনিয়োগের কৌশল নির্ধারণ, নিট মুনাফা (এনপিআই), বিনিয়োগের আয়, বিনিময় সংক্রান্ত উপার্জন, আমানত বিনিয়োগ অনুপাত, বিনিয়োগযোগ্য তহবিল, আমানত মিক্স, আমানতের ব্যয়, এনসিআর, এনএসএফআর এবং লিভারেজ অনুপাত পর্যালোচনা করে থাকে। এলকো, ঝুঁকি এবং রিটার্ণ এর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যালান্সশিট পরিকল্পনা এবং পরিচালনা ছাড়াও মুনাফার হারের ঝুঁকি ও তারল্যের ঝুঁকির কৌশল নির্ধারণে সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী ইউনিট হিসাবে কাজ করে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শরী'য়াহ্ কাউন্সিলের প্রতিবেদন

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,
আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য, যাঁর একান্ত মেহেরবানীতে আরো একটি বছর বেশ ভালভাবে অতিক্রান্ত হলো। দরূদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (সা.), তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কিরাম ও সকল মুমিন নর-নারীর প্রতি।

শরী'য়াহ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের পরিচালন পর্ষদ, শেয়ারহোল্ডার ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সকলকে আমাদের সার্বিক কার্যক্রমে তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শরী'য়াহ কাউন্সিল ২০১৯ সালে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা পরিদর্শন ও পরিচালনাগত বিষয়াদি পর্যালোচনা করেছে। যার মধ্যে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত বিষয়াবলীও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পাশাপাশি এ সমস্ত বিষয়াদি পর্যালোচনান্তে শরী'য়াহ মূলনীতির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে ।

উল্লেখ্য যে, কাউন্সিলের দায়িত্ব হলো ব্যাংকের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনাপূর্বক শরী'য়াহ্ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা, অপরদিকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো কাউন্সিলের উক্ত শরঈ মতামত ও দিকনির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক পরিচালনা নিশ্চিত করা।

২০১৯ সমাপ্ত বছরে ব্যাংকের শরী'য়াহ কাউন্সিল নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করেছেন:

- এ বছর শরী'য়াহ্ কাউন্সিল শরীয়ার বিভিন্ন ইস্যুতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভায় মিলিত হয়েছে।
- কাউন্সিলের মুরাকিবগণ ব্যাংকের পর্যাপ্ত সংখ্যক শাখা শরী'য়াহ পরিদর্শন করেছে এবং শরী'য়াহ কাউন্সিল এগুলোর আলোচনা পর্যালোচনা করেছে।
- শরী'য়াহ কাউন্সিল পরিদর্শন প্রতিবেদন ছাড়াও ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রম এবং ২০১৯ সালের লাভ-ক্ষতি হিসাব ও ব্যালেন্সশীট পর্যালোচনা করেছে।
- বিনিয়োগ প্রোডাক্ট Women Entrepreneurship (Protiva) & Agriculture Investment (Sonali Shopno) চালুকরণে শরীয়াহ মতামত প্রদান করেছে।

সুপারিশসমূহ :

- ইসলামী শরী'য়াহ্, ইসলামী ব্যাংকিং ও তাকওয়া-এর উপর পর্যায়ক্রমে ব্যাংকের সকল নির্বাহী, কর্মকর্তা এবং গ্রাহকদেরকে আরো বেশি করে সচেতন করে তোলা;
- ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত কর্মশালা, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও গ্রাহক-সভা আয়োজনের মাধ্যমে গ্রাহকদের মাঝে আরো ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- আমাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে আর্তমানবতার সেবার প্রতি বিশেষভাবে নজর দেয়া।

শরী'য়াহ্ কাউন্সিল আল্লাহর দরবারে ইসলামী ধারায় ব্যাংকের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছে।

(এম. শামাউন আলী)
সদস্য সচিব

(শায়খ মাওলানা মোহাম্মদ কুত্বুদ্দীন্)
চেয়ারম্যান

লভ্যাংশ

পরিচালনা পর্ষদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ সমাপ্ত বছরের জন্য ১০% বোনাস শেয়ার প্রদানের সুপারিশ করেছে।

পরিচালক নির্বাচন

পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন বিদ্যমান আইন ও কোম্পানীর সংঘবিধির সংশ্লিষ্ঠ ধারা এবং বর্তমানে প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের বিধি/প্রবিধান/প্রজ্ঞাপন/আদেশ/সার্কুলার/নির্দেশনা মোতাবেক অনুষ্ঠিত হবে।

নিরীক্ষক নিয়োগ

ব্যাংকের বর্তমান বহিঃনিরীক্ষক হুদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং. চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অবসর গ্রহণ করবেন। ব্যাংকের ২১তম বার্ষিক সধারণ সভায় হুদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্ম এর ৩য় মেয়াদ পূর্ণ হবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের নির্দেশনা মোতাবেক হুদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং. চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্ম পরবর্তী মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগ পাওয়ার যোগ্য নয়। ব্যাংকের অডিট কমিটি ও পরিচালক পর্ষদের সুপারিশের আলোকে সম্মানিত শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক আবেদনকৃত ফার্মসমূহের মধ্যে থেকে ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগ হবে।

প্র্যাক্টিসিং প্রফেশনাল নিয়োগ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক জারীকৃত কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড তারিখ জুন ০৩, ২০১৮ ইং এর শর্তাবলী পরিপালন সংক্রান্ত বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য উক্ত কোডের ৯ নং শর্ত অনুযায়ী প্র্যাক্টিসিং প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্টস নিয়োগ করতে হবে যা বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানীত শেয়ারহোল্ডাগণ কর্তৃক অনুমোদিত হবে। ২০১৯ ইং সালের জন্য আহমেদ জাকির এন্ড কোং. চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড এর শর্তাবলী পরিপালন সংক্রান্ত বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক জারীকৃত কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী আহমেদ জাকির এন্ড কোং. চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ২০২০ ইং সালের জন্য পুনঃরায় প্র্যাক্টিশিং প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্টস হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কমিশনের শর্ত মোতাবেক আহমেদ জাকির এন্ড কোং. চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ২০২০ ইং সালের জন্য ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের সুপারিশের আলোকে ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানিত শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগ হবে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

২০১৯ সালে ব্যবসায় সকল ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রবৃদ্ধির জন্য আমি মহান আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করছি। আমি ব্যাংকের সম্মানিত পরিচালকবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সারা বছরব্যাপী তাঁদের সমর্থন এবং মূল্যবান নির্দেশনার জন্যে। ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম এবং উন্নতিতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং দক্ষ কর্মীবাহিনীর সকল সদস্যের আনুগত্য, সমর্থন এবং অবিরাম প্রচেষ্টার জন্য তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সবশেষে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার, গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ, যৌথ মুলধনী কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠানসমুহের নিবন্ধক এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষক যারা আমাদেরকে সমর্থন দিয়েছেন এবং আমাদের প্রতি তাদের মূল্যবান সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আগামী দিনগুলোতেও আমরা তাদের অব্যাহত সমর্থন, সহযোগিতা এবং দিকনির্দেশনা প্রত্যাশা করি যা আমাদের জন্য সার্বক্ষনিক প্রেরনার উৎস।

আমাদের সর্বোচ্চ সামর্থ দিয়ে ব্যাংকটিকে পরিচালনা করার জন্য মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে সাহস, অনুপ্রেরণা ও সৌভাগ্য দান করুন।

আমীন

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে,

মোহাম্মদ সাইফুল আলম
চেয়ারম্যান